

‘পাল্লী-অঙ্গল’ সমিতির
সপ্তম গ্রন্থ ।

পাচন ও গোহার ব্যবহার শাস্ত্র

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ৷০ ছয় আনা]

শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

Published by
A. K. CHATTERJEE.
132, Dharamtala Street, Calcutta.

অগ্নি—১৩৩৪

Printed by
B. N. CHATTERJEE
At the
Kusumika Press.
52/7, Bowbazar Street, Calcutta.

ভূমিকা

পূর্বে পাচনের খুবই ব্যবহার ছিল। আমরাও দেখিয়াছি—আমাদের স্বর্গীয় মাতা মাতামহী ঠাকুরাণীরা ষড়ঙ্গ পানীয়, দিশমূল প্রভৃতির উপাদান চিনিতেন এবং তাহাদের সম্যক ব্যবহার জানিতেন। পাচন লবনে রসের পরিপাক হওয়ায় শরীর এককালীন নিরাময় হয়। কাজেই একই রোগে বারংবার ভুগিতে হয় না। ফলতঃ পাচন ব্যবহার আমাদের পক্ষে সর্বথা সঙ্গত ও উপকারক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কিন্তু পাচন ব্যবহারে কয়েকটা বাধা আছে বলিয়াই পাচন প্রচলন কম হইয়াছে। রোগানুযায়ী পাচন নির্বাচন করা, পাচনের উপাদানাদি সংগ্রহ করা, ভালমত ওজন করা প্রভৃতি একটু কষ্টসাধ্য এবং সামান্য একটু জ্ঞান সাপেক্ষ। আমাদের মনে হয়, এই সব বিষয় দূর করিতে পারিলে অর্থাৎ কোন রোগে কি পাচন ব্যবহার হইবে, কি ভাবে উপাদানাদির ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যাইবে, কোন দ্রব্যের কি ওজন লইতে হইবে, কোন দ্রব্য না পাওয়া গেলে তৎপরিবর্তে কোন দ্রব্য দেওয়া চলিবে, এই সকল বিষয়ে একটী পরিকার ধারণা করা ইয়া দিতে পারিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বোপরি উপাদান সংগ্রহের সাহায্য করিতে পারিলে, পাচন চিকিৎসা আবার প্রবর্তিত হইবে। টোটকা চিকিৎসাও এই পাচন চিকিৎসার অত্যন্ত সংক্ষিপ্তসার বলিয়াই জানিবেন।

ইহাও মনে হয় উপাদান সংগ্রহ করা বৃদ্ধি বড়ই ক্রঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখিবেন—তত কিছু কঠিন নহে। তবে একটু মনোযোগ ও একটু শ্রমসাধ্য বটে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিবেন যে—বেশমত একটু শ্রম আছে, তেমনি উহাতে এলোপ্যাথিক ঔষধাদির তুলনায় পরচ নিতান্তই সংসামান্য এবং উপকার চের বেশী দিন স্থায়ী।

এক্ষণে ইহাতে যদি গৃহস্থবর্গের কিঞ্চিৎ ফললাভ হয়, তবেই কৃত কৃতার্থ হইবে। আমাদের কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল হউক। ইতি—

নিবেদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

পাচন কল্প প্রকার	...	১
প্রস্তুত প্রক্রিয়া ও ব্যবহারের নিয়ম	...	২
পরিমাণ তালিকা	...	৫
কোন দ্রব্যের কোন অংশ ব্যবহার করিতে হয়	...	৬
পরিবর্ত্ত দ্রব্য তালিকা	...	৮

পাচন সংগ্রহ—

অট কণিকা	...	১১	কণ্টকার্যাদি	...	”
অনন্তাদি	...	”	কটুকাদি	...	”
অমৃতাদি	...	”	কারব্যাদি	...	”
অমৃতান্তক	...	”	কাশ্মর্যাদি	...	”
আত্মাত্মাদি	...	১২	কিরাত তিক্তাদি	...	১৪
আরত্মাদি	...	”	কিরাতাদি	...	”
এডও দ্বাদশক	...	”	কুটজ দাড়িম	...	”
কণ্টকাদি	...	”	কুটজাদি	...	”
কটফলাদি	...	”	কুলব্যাদি	...	”
কণ্টকাদি	...	১৩	কুগিশস্তাদি	...	”

অদিরাদি কাথ	...	"	দ্রাকাদি	...	১৯
খজুর কাথ	...	"	দ্বাত্রিংশাঙ্গ	...	"
পাক্কর হস্তাদি	...	"	দ্বাদশাঙ্গ	...	"
গুড় চ্যাদি	...	১৫	প্রাক্তক কাথ	...	"
গোধাবতী কাথ	...	"	ধাতু নাগর	...	"
গোকুর কাথ	...	"	নবকষায়	...	"
গোকুরাদি	...	"	নবকার্ষিক	...	২০
অনাদি	...	১৬	নলাদি	...	"
চতুর্দশাঙ্গ	...	"	নাগর কাথ	...	"
চন্দনাদি	...	"	নাগরাদি	...	"
চাতুর্ভদ্রকা	...	"	নিদিষ্টিকাদি	...	"
চাতুর্ভদ্র পাচন	...	"	নিষাদি	...	২১
চিত্রকাদি	...	"	শাক্তিক্ত পাচন	...	"
ত্রয়োদশাঙ্গ	...	"	পঞ্চতৃণ মুস্তকাদি	...	"
ত্রিকটাদি	...	১৭	পঞ্চমূলী কাথ	...	"
ত্রিকলাদি	...	"	পঞ্চমূলী বলাদি	...	"
দশমূল পাচন	...	"	পঞ্চমূল্যাদি	...	২২
দশমূল্যাদি	...	"	পটোলাদি	...	"
দশমূলী পাচন	...	"	পথ্যাদি	...	"
দশমূলী বলাদি	...	"	পাঠাদি	...	২৩
দাড়িম্ব কাথ	...	১৮	পাষাণ ভেদাদি	...	"
দার্ক্যাদি	...	"	পিপ্পলাদি	...	"
দ্রবীদি	...	"	পুনর্গবা	...	"
দেবদার্ক্যাদি	...	"	পুনর্গবাদি	...	২৪

শ্রুতকথা	...	"	শ্রুতকথা	...	"
পুস্তিকপাঠ্যাদি	...	"	গরিচাদি	...	২৯
ফলগতিকা	...	"	মহাবলাদি	...	"
বচাদি	...	"	মহোষধাদি	...	"
বৎসকাদি	...	"	বাসাদি	...	"
বাৎসানন্তাদি	...	২৫	মাতুলুগাদি	...	"
বক্শাদি	...	"	মামাদি	...	৩০
বলাদি	...	"	মুদগপণ্যাদি	...	"
বাক্জিগন্ধাদি	...	"	মুস্তাদি	...	"
বালাদি	...	"	মুস্তাত্ত পাচন	...	"
বাসাদি	...	"	মৃদ্বীকাদি	...	"
বাসকাদি	...	২৬	স্ববাদি	...	"
বিভীতকাদি	...	"	যমান্তাদি	...	"
বিষাদি	...	"	ব্রাহ্মাদি	...	"
বিশ্বাদি	...	"	ব্রাহ্মিতকাদি	...	৩১
বীরতর্কাদি	...	"	শাঠ্যাদি	...	"
বৃহৎ কটকলাদি	...	২৭	শাখোট কাথ	...	"
" ধাত্র্যাদি	...	"	শালপণ্যাদি	...	"
" পঞ্চমূল	...	"	শিগ্গ কাথ	...	"
" পঞ্চমূলদি	...	"	শুষ্ঠ্যাদি	...	৩২
" বৃহত্তাদি	...	"	শৃঙ্গাদি	...	"
ভদ্রমুস্তাদি	...	২৮	শ্বদংষ্ট্রাদি	...	"
ভদ্রাদি	...	"	শ্বভদ্রপানীয়	...	"
ভূনিষাদি	...	"	সপ্তচন্দ্রাদি	...	"

সমজ্ঞাদ	...	"	হরাতক্যাদি	...	"
সিদ্ধবারাদি	...	৩৩	হ্রাবেবাদি	...	"
স্বতিকা দশমূল	...	"	স্কুজাদি	...	৩৪
স্বরদশমূল	...	"			

রোগের অবস্থা বিশেষে পাচন নির্ণয় ।

অতিসারে	...	৫৫	দাহ	...	"
গ্রহণী	...	৪৭	বাতব্যাদি	...	"
অর্শে	...	৫৮	বাত রক্ত	...	৫৫
অজীর্ণে	...	৪৮	উরুস্তম্ভ	...	৫৫
ক্রিমি	...	৪৮	আমবাত	...	৫৬
পাণ্ডু	...	৪৯	শূল	...	৫৭
কামলা	...	"	শূল	...	৫৮
রক্তপিত্ত রোগে	...	"	হৃদোগ	...	"
বম্বা	...	৫০	বুত্রকৃচ্ছ	...	৫৯
উরুস্তম্ভ	...	"	অশ্মরী	...	৬০
কাশরোগ	...	"	প্রমেহ	...	৬১
ত্রিকারোগ	...	৫১	শোথরোগ	...	৬৩
স্বরভেদে	...	৫২	প্রমেহ পীড়কা	...	৬৩
বমনে	...	"	মেদোরোগে	...	৬৩
তৃষ্ণা	...	"	উদর রোগে	...	৬৫
মূৰ্ছা	...	"	শোথ	...	৬৫

বুদ্ধি	...	৬৬	নেত্র	...	৭২
বিদ্রুপি (কোড়া)	...	৬৭	শিরোরোগ	...	৭৩
ব্রণ	...	৬৭	গ্রন্থরোগে	...	৭৩
উপদংশ	...	৬৭	গর্ভিণী রোগে	...	৭৩
শীতপিত্ত	...	৬৯	গর্ভিণীরোগে	...	৭৩
অম্লপিত্ত	...	৬৯	হৃৎকোরোগে	...	৭৪
বিসর্প	...	৬৯	বাল রোগে	...	৭৪
নাসা	...	৬৯	বিশ রোগে	...	৭৪

পাচনে ব্যবহার্য দ্রব্যের গুণাগুণ ।

অণুর	...	৭৬	আনারস	...	৭৬
অতিবালা	...	৭৬	আম আদা	...	৭৬
অনন্তমূল	...	৭৬	আমড়া	...	৭৬
অপামার্গ	...	৭৬	আম	...	৭৬
অপরাজিতা	...	৭৬	আলু	...	৭৬
অড়হর	...	৭৬	ইন্দ্রযব	...	৭৬
অম্বগন্ধা	...	৭৬	ইষবগুণ	...	৭৬
আকনাদি	...	৭৭	ইক্ষু	...	৭৬
আতাইচ	...	৭৭	ঈশানাস্থলা	...	৭৬

উলু	...	"	কালকান্দে	...	"
এরগুমল	...	"	কালমেঘ	...	"
এলাচ	...	"	কালদানা	...	"
ওলটকম্বল	...	"	কিসমিস	...	"
কইমাছ	...	"	কুলেখাড়া	...	"
কটকী	...	"	কুম্বজীরা	...	"
কটকারী	...	"	কেশুরিয়া	...	"
কদম্ব	...	৭৯	খদিব	...	"
কদলী	...	"	খেজুর	...	"
কদলী পুষ্প	...	"	গজপিপ্পলী	...	৮১
কপিথ	..	"	গণিয়ারী	...	"
কপিশাক	...	"	গন্ধতূণ	...	"
কমলাগুঁড়ি	...	"	গুলঞ্চ	...	"
কমলানেবু	...	"	গাম্ভারী	...	"
করমচা	...	"	গোয়ালে লতা	...	"
কাঁকড়া শৃঙ্গী	...	"	গুয়েবাবলী	...	"
কপূর	...	"	গোক্ষুর	...	"
কস্তুরী	...	"	ঘলঘসিয়া	...	"
কাকজম্বা	...	"	ঘোড়ানিম	...	"
কাকডুমুর	...	"	চাকুন্দে	...	"
কাকমাছি	...	"	চাকুলে	...	"
কাকেলী	...	"	চন্দন	...	"
কাঁটানটে	...	"	চৈ	...	"
কাবাব চিনি	...	"	চিরাতা	...	৮২

চিতামূল	...	"	খোড়	...	"
ছাতিম	...	"	দণ্ডোৎপল	...	৮৪
ছোট এলাচ	...	"	দস্তী	...	"
ছাঁচিপান	..	"	দাড়িম	...	"
জটাগাংসী	...	"	দাক্‌চিনি	...	"
জীব	...	"	দারুহরিদ্রা	...	"
জারকল	...	"	দুরালভা	...	"
জয়ন্তী	...	"	দেবদারু	...	"
জীরাগুতা	...	"	ধনে	...	"
কাঁচা	...	"	ধল আঁকড়	...	"
ঝিঞ্জা	...	"	গুস্তুর	...	"
টাবানেবু	...	"	নটে শাক	...	"
টার্পিন তৈল	...	"	নিশাদল	...	"
ডতর করঞ্জ	...	"	নাগ কেশর	...	"
ঢেঁড়োশ	...	"	নাগরমুতা	...	"
ভগর পাছুকা	...	"	নাটা করঞ্জ	...	৮৫
ভালমুলী	...	"	নারিকেল	...	"
ভালীশ পত্র	...	"	নিম	...	"
ভিসী	...	"	নিসিন্দা	...	"
ভুলসী	...	"	পচাপাতা	...	"
ভেজপদ	...	"	পটোল	..	"
ভেঁদড়ী	...	"	পদ্ম	...	"
ভেলা কুঁচা	...	"	পদ্মকাষ্ঠ	...	"
খানকুনী	...	"	পলাশ	...	"

পাথরকুচি	...	"	ভুঁই আমলকী	...	"
পিপুল	...	"	ভূজপত্র	...	"
পুরাতন ঘৃত	...	"	মঞ্জিষ্ঠা	...	"
পুরাতন গুড়	...	"	ময়নাফল	...	"
প্রিয়ঙ্গু	...	৮৬	মনছাল	...	"
ফটকিরি	...	"	মনসাপাতা	...	"
ফলসা	...	"	মরিচ	...	"
বচ	...	"	মৃত্তাবর্ষী	...	"
বট	...	"	মুরামাংসী	...	"
বৎসনান্ত	...	"	যজ্ঞদুমুর	...	"
বদরী	...	"	ববক্ষার	...	"
বনধমানী	...	"	বমানী	...	৮৮
বনহলুদ	...	"	যষ্টিমধু	...	"
বলা	...	"	রক্তচন্দন	...	"
বহেড়া	...	"	রসাগ্জন	...	"
বাদাম	...	"	রসোত	...	"
বিরাটী	...	"	রাস্না	...	"
বিড়ঙ্গ	...	"	রোড়া	...	"
বৃহতী	...	"	লজ্জাবতী	...	"
ব্রাহ্মীশাক	...	"	লতাকম্বরী	...	"
ভেলা	...	৮৭	লতকটকী	...	"
ভাং	...	"	লবঙ্গ	...	"
ভার্গী	...	"	লঙ্কা	...	"
ভুঁইকুমড়া	...	"	লোধ	...	"

শটা	...	"	সোঁদাল	...	"
শতমূলী	...	"	সোণামুখী	...	৯০
শশা	...	"	সোহাগা	...	"
শালপাণী	...	"	স্বর্ণ কীরুই	...	"
শিউলী	...	"	হরিতাল	...	"
শিলাজতু	...	"	হলুদ	...	"
শুঁঠ	...	"	হরিতকী	...	"
শুলফা	...	"	হংসপদী	...	"
শেতচন্দন	...	"	হাতি শুঁড়া	...	"
শেত পুনর্নবা	...	"	ত্রিফালাক	...	"
সজিনা	...	"	হুড়হুড়ে	...	"
সরল কাষ্ঠ	...	"	ক্ষেপাপড়া	...	৯১
সর্বপ	...	"	ক্ষীরকাকৌলী	...	"
সৈন্ধব	...	"	কুদুজাম	...	"



পাচন ও গ্রাহ্য ব্যবহার শিক্ষা

পাচনের দ্রব্য ব্যবহারের বিশেষ বিধি ।

পাচনের দ্রব্যের ব্যবহার—পাঁচ প্রকারে করা যায় । যথা
স্বরস, কক্ক, শীতকষায়, শূতকষায় ও ফাণ্ট ।

দ্রব্যের স্বকীয় রসের নাম স্বরস ।

শিলা পিষ্ট দ্রব্যের নাম কক্ক ।

কাথের নামান্তর শূত কষায় ।

রাত্রিতে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া, পরদিন প্রাতুনে সেই জল
ছাঁকিয়া লইলে, তাকে শীত কষায় বলে ।

উষ্ণ জলে দ্রব্য ভিজাইয়া ও নর্দন করিয়া (চটকাইয়া) যে রস গৃহীত
হয়, তাহার নাম ফাণ্ট ।

স্বরস অপেক্ষা কক্ক, কক্ক অপেক্ষা কাথ, কাথ অপেক্ষা শীত কষায়
এবং শীত কষায় অপেক্ষা ফাণ্ট শীত পরিপাক হয় ।

যখন সেগন আবশ্যক, দ্রব্যের স্বরস অর্থাৎ দ্রব্যটাকে ছোঁচিয়া ছাকড়ায় করিয়া ছাঁকিয়া তাহারই কেবল রসটুকু, দ্রব্যের কল অর্থাৎ দ্রব্যটাকে শিলে (কাঁচা দ্রব্য হইলে তাহার নিজ রসে, শুষ্ক হইলে জলদ্বারা) পিষিয়া তাহারই রস, শীত কষায় অর্থাৎ দ্রব্যকে ধোঁতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া পরদিন সকাল বেলায় ছাঁকিয়া ঐ জলটুকু মাত্র, দ্রব্যের ফাণ্ট অর্থাৎ দ্রব্যটাকে ধোঁতো করিয়া গরম জলে ভিজাইয়া ও চটকাইয়া রাখিয়া ঐ জলটুকু, দ্রব্যের কাথ অর্থাৎ দ্রব্যটাকে জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জলটুকু মাত্র গ্রহণ করবেন। যে কোন কবিরাজী দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইলে এই কথায় পরিতোষা জানা থাকা একান্ত আবশ্যক।

পাচন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও ব্যবহারের নিয়মাবলী।

যে সকল দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই দ্রব্যগুলি যেন পোকায় খাওয়া বা বড় পুরাতন না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। নতুন অথচ শুষ্ক হইলেই ভাল হয়। পাচনে কোন দ্রব্যের মূল, কোন দ্রব্যের পাতা, কোন দ্রব্যের আঁটা সমেত বা কোন দ্রব্যের আঁটা বাদ দিয়া কেবল মাংসল ভাগটুকু, কোন দ্রব্যের ছাল গ্রহণ করিতে হয়। কোন দ্রব্যের কোন অংশ ব্যবহার করিতে হয় তাহা পরে দিয়াছি।

যে সকল দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাদের মোট পরিমাণে ২ তোলা লইতে হয়। একটী দ্রব্য হইলে তাহারই

২ তোলা, দুইটী দ্রব্য হইলে প্রত্যেক আদ তোলা, তিনটী হইলে প্রত্যেক দ্রব্য ৫০ রতি লইতে হইবে। একসঙ্গে ৩২টী পদের বেশী উপাদান পাচনে ব্যবহার নাই। আমরা ২ তোলাকে ৩২ ভাগ করিয়া প্রতিভাগে (৩২টী দ্রব্য হইলেও) প্রতি দ্রব্যের কতটুকু পরিমাণে লইতে হইবে, তাহা পরে হিসাব করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য ওজনের সামান্য একটু এদিক ওদিক হইলে কিছু বায় আসে না।

দ্রব্যগুলি ওজন মত লওয়ার পর ঐ দ্রব্যগুলিকে সামান্য পোঁতো করিয়া লইবেন। গোটা অপেক্ষা অল্প পোঁতো করিয়া লইলে ভালরূপ কাথ বাহির হইবার সুবিধা হইবে। পরে ঐ কুঞ্চিত দ্রব্যগুলিকে একটা নতুন মাটির হাঁড়িতে আধসের অর্থাৎ জল খাবার বড় গ্লাসের ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়া ভিজাইয়া ১টা সরা চাপা দিয়া রাখিবেন। ঘণ্টা দুই পরে সরা সমেত হাঁড়িটী আশুনে চড়াইয়া দিয়া কাঠের বা ঘুঁটের মুক্ত জালে সিদ্ধ করিবেন, নতুন করিয়া জল দিতে হইবে না। যে জলে ভিজান হইয়াছে, সেটী জলটুকুতেই সিদ্ধ হইবে। পাথুরিয়া কয়লা বা কাঠের তীব্র জালে পাচন প্রস্তুত করিতে নাই।

জল আন্দাজ অন্ধপোষ্য অবশেষ থাকিতে হাঁড়িটী আশুনের উপর হইতে নামাইয়া পরিষ্কার বস্ত্রে কাথটুকু ছাঁকিয়া পাণরের বা কাচের গ্লাসে রাখিবেন এবং সিলেট (কাঠাদি উপাদান) ফেলিয়া দিবেন। পাচনের অল্প কোনরূপ বাতুপাত্র ব্যবহার করিতে নাই। যদি কোন সময়ে সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে না পারেন অথবা পাওয়া না যায়, যে কয়টা পাওয়া যায় তাহাই দিবেন। তাহাতেও ফল হইবে। হয়ত একটী দ্রব্য পাওয়া গেল না বলিয়া বাকী ৯টী দ্রব্য থাকিতেও “দশমূল” ব্যবহার করা হইতেছে না; এমনটা করিবেন না। মূল দ্রব্য পাওয়া না গেলে তৎপরিবর্তে অল্প দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে। তাহাও যদি

পাওয়া না যায়, যত রকম উপাদান বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যতগুলি পদ আছে হয়ত সকলের পূর্ববর্তী পদ অথবা সকলের পরবর্তী পদ দ্বিগুণ মাত্রায় লইলে চলিবে। অথবা পারবত্তিত দ্রব্যের ১টা পাওয়া না গেলে তৎপরিবর্তনের উপাদান পরে বলা হইতেছে।

ব্যবহারের নিয়ম ।

পাচন একেবারে ঠাণ্ডা অবস্থায় পান করা হিতজনক নহে। ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই পান করা বিধেয়। কারণ অধিক ঠাণ্ডা পাচন গুরুপাক ও অনিষ্টজনক। একবারকার প্রস্তুত পাচন আর একবার ব্যবহার করিতে নাই। খালিপেটেই পাচন সেবন করা নিয়ম। সকাল বেলা কিছু না খাইয়া এবং অল্প সময়ে ব্যবহার করিতে হইলে পাচন সেবন করার দুই ঘণ্টা পূর্বে ও পাচন সেবনের এক ঘণ্টা পর পথ্যস্ত কিছু খাওয়া উচিত নহে। পাচন সেবনের পর জলপান করিবেন না ; করিলে বমি হইয়া পাচন উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

বদি একই প্রকারের পাচন একদিনে দুইবার খাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অনেক সময় পূর্বের সিটাটা নতুন উপাদানের দ্বারা আবার সিদ্ধ করিতে দেওয়া হয়, তাহা ঠিক নহে। একবার তৈয়ারী পাচনের কোন অংশ দ্বিতীয় বার গ্রহণ করিবেন না। কারণ উহা দূষিত হইয়া যায়।

একাধিক দ্রব্য হইলে প্রত্যেকটি কত পরিমাণে

লইতে হইবে, তাহার তালিকা ।

পাচনের উপাদানের সংখ্যা	পূর্ণ ওজন	প্রত্যেকটি বতটুকু লইতে হইবে তাহার পরিমাণ
১ টী হইলে	২ তোলা	প্রত্যেকটি ২ তোলা হিসাবে
২ " "	"	১ " "
৩ " "	"	১১/৪ " "
৪ " "	"	১১ " "
৫ " "	"	৩২ রতি " "
৬ " "	"	২৬ ১/২ " "
৭ " "	"	১৩ " "
৮ " "	"	২০ " "
৯ " "	"	১৮ " "
১০ " "	"	১৬ " "
১১ " "	"	১৪ ১/২ " "
১২ " "	"	১৩ " "
১৩ " "	"	১২ ১/২ " "
১৪ " "	"	১১ " "
১৫ " "	"	১০ ১/২ " "
১৬ " "	"	১০ " "
১৭ " "	"	৯ ১/২ " "
১৮ " "	"	৮ ১/২ " "
১৯ " "	"	৮ ১/৪ " "

পাচনের উপাদানের সংখ্যা	পূর্ণ ওজন	প্রত্যেকটি বস্তুকে লইতে হইবে তাহার পরিমাণ
১টী ভট্টলে	২ তোলা	প্রত্যেকটি ১ তোলা হিসাবে
২০ " "	"	" ৮ রতি "
২১ " "	"	" ৭½ " "
২২ " "	"	" ৭ " "
২৩ " "	"	" ৬½ " "
২৪ " "	"	" ৬ " "
২৫ " "	"	" ৬ " "
২৬ " "	"	" ৬ " "
২৭ " "	"	" ৫½ " "
২৮ " "	"	" ৫ " "
২৯ " "	"	" ৫ " "
৩০ " "	"	" ৫ " "
৩১ " "	"	" ৫ " "
৩২ " "	"	" ৫ " "

পাচনের উপাদানগুলি ওজন করিবার পূর্বে একটী রূপার দুয়ানী
টিক সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন। প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা
হইলে ১টী রাখিয়া ওজন করিবেন। (অথবা ১টী লাল কুঁচের ওজন
১ রতি ও ৬ রতিতে ১ আনা, এই হিসাবে ওজন করিলেই সুবিধা হইবে।

ওজন পরিমাণ- ১ তোলা ১৬ টাকা, আধ তোলা ৮ আনা বা এক আধুলী, এক
সিকিতে ৪ আনা, (রূপার সিকি) এক রূপার দুয়ানীতে ৮ আনা, এক রূপার দুয়ানীর
অর্ধেক ৬ রতি বা ১ আনা, ৩ রতিতে বা ৩টী লাল কুঁচ অর্ধ আনা ইত্যাদি।

ফাল কুঁচ জঙ্গলা স্থানে পাওয়া যায় কিম্বা বেনেতি মসলার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।) ওজন লইবার সময় এই হিসাবে লইলে কোন গোল হইবে না। এতদ্ব্যতীত পাচনের উপাদান ওজন করিতে একটু বেশী বা একটু কম হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। নব্য-সম্প্রদায় বাহারা কুঁচ বুঝেন না, তাহারা পূর্বোক্ত মত ছয়ানী কাটিয়া ভাগ করিয়া লইবেন।

কোন্ দ্রব্যের কোন্ অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

পদির প্রভৃতি মারবান্ বৃক্ষের সার। নিম্ন, অশ্বখ প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল, দাড়িমাদি বৃক্ষের ফল ও পটোলাদি লতার পাতা লইতে হয়। চিতা বলিলে রক্ত চিতামূল লইতে হয়। চৈ বলিলে চৈলতা লইতে হইবে।

সে সকল বৃক্ষের মূল বৃহৎ এবং বাহাদের মধ্যে কাষ্ঠ ভাগ অধিক, তাহাদের মূলের ছাল লইতে হয়। যথা, বিবাদি।

ক্ষুদ্র মূল বিশিষ্ট বৃক্ষের (যথা শিমূল প্রভৃতির) বা গুল্মের মূলের সকল অংশই গ্রহণ করিতে হয়। ফলবান্ বৃক্ষের ফলই গ্রাহ্য।

বিশেষ করিয়া কিছু বলা না থাকিলে এই রীতি অনুসারে দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। যে স্থানে বিশেষ করিয়া যে দ্রব্যের বাহা লইতে বলা হইয়াছে, সেই স্থানে সেই দ্রব্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন নিম্ন পত্র উল্লেখ থাকিলে ছাল না লইয়া পত্রই লইতে হইবে।

ঔষধের সকল দ্রব্যই নূতন অথচ শুষ্ক লইতে হয়। শুষ্ক দ্রব্যের অভাবে কাঁচা দ্রব্য দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু কতকগুলি দ্রব্য কাঁচাই গ্রহণ করিতে হয়। সেই সকল কাঁচা দ্রব্যের দ্বিগুণ মাত্রা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। যথা—বাসক, নিম ছাল (বা পত্র), পটোল,

কেতকী, বেডেলা, কুম্ভাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চী, অম্বগন্ধা, গন্ধভাঙলে, জলক, গোরক্ষ, চাকুলে, ঝিটী, শুগ্গলু, হিং, আদা, গুড় (আকের) ইত্যাদি ।

আকী গুড়, ঘৃত, ধাতু, পিপুল, বিড়ঙ্গ, মধু ইত্যাদি নতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থায় বিশেষ কায্যকরী । যথা—পুরাতন গুড় অর্শঃ ও কফ রোগে, পুরাতন ঘৃত কক ও বাতরোগে, পুরাতন ধাতু উদর ও মেহ রোগে, পুরাতন পিপুল কফ, শ্রীশ ও বকুর রোগে, পুরাতন বিড়ঙ্গ ক্রিমি, বাতরক্ত, কঠ প্রভৃতি চন্দ্ররোগে, পুরাতন মধু শোথ রোগে অমৃত তুল্য উপকারী ও আশু ফলপ্রদ ।

কোন দ্রব্য পাওয়া না গেলে তাহার পরিবর্তে কোন

দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে তাহার তালিকা —

মধু	অভাবে পুরাতন গুড়	ভেলা	অভাবে রক্তচন্দন
পুরাতন গুড়	" নূতন গুড় ৪ প্রহর কাল রৌদ্রে শুক করিয়া লইবে ।	বাম্বা জীরার কর্পূর	" বাঁদরা বা পরগাছ " ধনে " শুগন্ধ মৃত্তা
তুষ্কেব	" মৃগ মস্তুরের মদ	বসাজন	" দারু তরিত্রাণ কাণ
চিনি	" খাঁড় (গুড়)	মেদা	" অম্বগন্ধা
শালধাতু	" ষষ্টিক ধাতু	মহামেদা	" অনন্তমূল
জাকার	" গাঙ্গারী ফল	জীবকের	" জলক
দাড়িমের	" রক্ষাল (কৈতুল)	শ্বেতকের	" ভূমিকুম্ভাণ্ড

সোরাষ্ট্র অভাবে

অভাবে

মুস্তিকার	„	শঙ্কের শুক চটা	ঋদ্ধি	„	বেড়েলা
ভগর পাতকার	„	শিউলী ছোপ	বুদ্ধি	„	গোরক্ষ চাকলে
লৌহের	„	মণ্ডুন (দৌহমল)	কাকোলী		
			ঋণ কাকোলী)	শতমলী
শ্বেত সরিষার	„	সামাজ মবিদা	মৃগনাভি	„	পটাসী
চৈ ও গন্ধ			রোচি তক	„	নিমছাল
পিপুলের	„	পিপুল মূল			
চাকুলের	„	শালিপাণি	সকল প্রকার	}	কপোতের মাংস
			মাংসের		
মজ্জাতক	„	হালমাতি			
মজ্জাব	„	বিকৃত	সকল প্রকার	}	গাভী চক্ষু
			হৃদ		
ভীরক অভাবে			কড়ি		
কঁকড়াশুষ্কী	„	নাযাঙ্গ			
ধনের	„	শুলফা			
ব'রাঙ্গীকনের	„	চামার আল			
মর্কার	„	জিঙ্গীনী মূল			
অর্ণ ও					
		রোপোর	„	লোহ	
পুস্তর মূলের	„	কুড়			
সৈন্ধব লবণ	„	সমুদ্র বা বিট			
পুষ্পক	„	কচি ফল			

বিশেষ ভাবে কিছু বলা না থাকিলে দ্রব্য লইবার নিয়ম ।

লবণ বলিলে সৈন্ধব, চন্দন বলিলে রক্তচন্দন, বুঝিতে হইবে । কিন্তু চূর্ণ, লেহ, আসব ও স্নেহ প্রস্তুত করিতে যেহেতু চন্দন এবং প্রলেপের ঔষধে রক্তচন্দন লইতে হইবে । চক্ষু দ্রব প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে গোজাত চক্ষুদিই বুঝিতে হইবে ॥



পাচন সংগ্রহ ।

অটরুশকাদি—বাসকমূলের ছাল, কিসমিস ও হরীতকী ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত, কাস ও শ্বাস রোগ উপশমিত হয় ।

অনন্তাদি—অনন্তমূল, আমলতা, দাক্ষা ভেউড়ি, সোণামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকমূলের ছাল, নিমছাল, তরিদ্রা, দাক্তরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ ; ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয় ।

অন্নতাদি—গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ বাতরক্ত ও কুষ্ঠে উপকারী ।

অন্নতাদি—গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুখা, ছাতিম ছাল, পদির, কৃষ্ণবেত, নিম্বপত্র, তরিদ্রা ও দাক্তরিদ্রা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বিবিধ বিষদৃষ্টি, বিষপ, বিস্ফোট, কণ্ঠ মহুরা (বসন্ত), শীতপিত্ত ও জ্বরের উপশম হয় ।

অন্নতাদি—গুলঞ্চ, নিমছাল ও পটোলপত্র ; ইহাদের কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দারুণ অম্লপিত্তও বিনষ্ট হয় ।

অন্নতাদি—গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া, পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে, যাবতীয় চক্ষু রোগ নিবারিত হয় ।

অন্নতাপ্তিক—গুলঞ্চ, ইন্দ্রব, নিমছাল, পটোলপত্র, শঠ, রক্তচন্দন, মুখা ও কটকী, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর, বমি, অরুচি, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয় ।

আত্মাস্থ্যাদি,—আমের আঁটের মজ্জা ও বেগুণ, এই দুই দ্রব্যের কাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে, বমন ও অতিসার উপশমিত হয় ।

অন্নাস্থ্যাদি,—সোঁদালের মজ্জা ও মুথা, যষ্টীমধু, বেণামূল, হরীতকী, হরিদ্রা, দাকুহরিদ্রা, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কটকী ইহাদের কাথ বাতপিত্তজ্বর নষ্ট করে ।

আন্নাস্থ্যাদি,—সোঁদালের মজ্জা, পিপ্পলমূল, মুথা, কটকী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, আমদোষযুক্ত এবং শূলবৎ ব্যথা-বিশিষ্ট বাতশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয় । ইহা অগ্নির উদ্বোধক এবং আমদোষ পাচক ।

এরুণ্ডাদিশক,—এরুণ্ডমূল, এরুণ্ডবীজ, বৃহত্তী, কণ্টকারী, গোকুর, মৃগানী, মাষাণা, শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, সিংহপুঞ্জী (চাকুলে বিশেষ) ও খাগড়ামূল ; ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্কপ্রকার শূল রোগ প্রশমিত হয় ।

কণ্টকাদি,—কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিকল পত্র, বালা, মুথা, ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অতিবেগবান্ অতিসারও উপশমিত হয় ।

কটফলাদি,—কটফল, আতাইচ, মূতা, কুড়িছাল ও শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্যের কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে, পিত্তজনিত অতিসার বিনষ্ট হয় ।

কটফলাদি,—কটফল, কুড়, কাঁকড়াশুলী, শুঁঠ, পিপ্পল, মরিচ, তরলভা ও কৃষ্ণজীরা ; ইহাদের কাথ বা চূর্ণ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্রবভেদ, নাসান্নাভ, তলীমক, শ্বাস, কাস, কফ ও সান্নিপাত দোষ নষ্ট হয় ।

কটুকাদি,—কটুকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, দুর্লমূল, ও পটোল পত্র ; ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে যাবতীয় কফজ্বর বিনষ্ট হয় ।

কটুকাদি,—কটুকী, আতইচ, আকনাড়ি, মুখা ও ইন্দ্রযব ; গোমুত্রদ্বারা ইহাদের যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, কণ্ঠরোগ উপশমিত হয় ।

কণ্টকার্যাদি,—কণ্টকারী, বৃহতা, কিস্মিন্দু, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঠ ও পিপ্পল ; ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সাহিত পান করিলে, পিত্তজ্বকাস রোগ বিনষ্ট হয় ।

কণ্টকার্যাদি,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঠ, ইন্দ্রযব, ছুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুখা, পটোলপত্র, ও কটুকী ; ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাস ও পাশ্বেশ্বলের উপশম হয় ।

কলিঙ্গাদি,—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঠ, চিরাতা, বালা, ও ছুরালভা, অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটুকী, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপ্পল, ধনে, বেলশুঠ, আকনাড়ি ও যমানি, এই সকল দ্রব্যের কাথে জ্বরাতিসার ও দাহরোগের শাস্তি হয় ।

কান্নাব্যাদি,—কুঙ্কজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাড়ুমুর, শুঠ, গুলঞ্চ, শঠী, কীকড়াশঙ্কী, ছুরালভা, বামুনহাটী, পুনর্নবা ও দশমূল ; এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া সেবন করিলে, অভিত্যাস জ্বর বিনষ্ট হয় ।

কান্নাব্যাদি,—গাভীরফল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, দ্রাক্ষা, ষষ্টিমধু, রক্তচন্দন, ও বালা ; ইহাদের কাথে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্ব পিপাসার উপশম হয় ।

কিরাত ভিত্তাদি,—চিরতা, মুখা, গুলঞ্চ, শুঠ, আকনাদি বেণামূল ও বালা, এই সকল দ্রব্যের কাথ সকল প্রকার জরে উপকারক ।

কিরাতাদি,—চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণামূল, ক্ষেত-পাপড়া, ও পদ্মকাঠ ; ইহাদের কাথ সেবনে পিত্তজ্বর, দাও, পিপাসা, শাস্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমি ও ক্লান্তি নিবারিত হয় ।

কিরাতাদি,—চিরতা, আমলকী, শঠা, দ্রাক্ষা, শুঠ, পিপুল, নাগ-মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া ১০ গুড়ের সহিত পান করিলে বাতৈত্তিকজ্বর প্রশমিত হয় ।

কুটজসাড়িস্ব,—কচি দাড়িমকলের ছাগ ও কুড়িচছাল ; এই উভয় দ্রব্যের কাথ মধুর সহিত পান করিলে, দুনিবার রক্তাতিসারও নিবারিত হয় ।

কুটজাদি,—কুড়িচ ছাল, শুঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ ; ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার নিবারক ।

কুলখাদি,—কুলখকলাই, শুঠ, কণ্টকারী ও বাসকমূলের ছাল ; ইহাদের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয় ।

কুমিশ্রাদি,—বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঠ, ধনে ও কটুকল ; ইহাদের কাথ সেবনে শ্লেষ্মাজনিত অতিসার প্রশমিত হয় ।

খদিরাদি কাথ,—খদির, আমলকী, তরীতকী ও বহেড়া ; ইহাদের কাথের সহিত মহিসের ঘৃত অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয় ।

খত্বরূর কাথ,—খেছুর পাতার কাথ এক রাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয় ।

পদ্মকহস্তাদি,—এরুণ্ড, বাসক, গোকুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা ও

কুলেপাড়া, ইহাদের কাথ পান করিলে দীর্ঘকালজাত ক্ষুধিত বাতরক্ত ও কফপিত্তরোগ কছু ও বিসর্পরোগ বাবিত হয় ।

গুড়ুচ্যাদি,—গুলঞ্চ, আমলকী, তরিতকী, বহেড়া, নিমছাল ও পটোল পত্র ; ইহাদের কাথ মধুর স্হিত পান করিলে, পিত্তজনিত বমি নিবারিত হয় ।

গুড়ুচ্যাদি,—গুলঞ্চ, মুণা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঠ, বেলডাল, শোণাডাল, গাভারীছাল, পারুলডাল, গনিয়ারি, কটকী, ইক্ষুব ও তুরালভা ; ইহাদের কাথে মধু ও পিপ্পলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্বদোষজ রাত্ৰিকালীনজ্বর নিবারিত হয় ।

গুড়ুচ্যাদি,—গুলঞ্চ, নিমছাল, মনে, রক্তচন্দন, ও কটকী ; ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর তৃষ্ণা, দাহ ও বমি নিবারিত হয় । ইহা দোষের পাচক এবং অগ্নির উদ্দীপনকারী ।

গুড়ুচ্যাদি,—গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শালপানী ; ইহাদের কাথ বাতিকজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

গুড়ুচ্যাদি,—গুলঞ্চ, আতাইচ, মনে, শুঠ, বেগুণ্ড, মুণা, বালা, আকনাদি, চিরতা, কুড়চিহাল, রক্তচন্দন, বেগামূল ও পদ্মছাট ; ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাসিয়ার, বম্যাবেগ, অরুচি, কাস, পিপাসা ও দাহের শান্তি হয় ।

গোধাবতী কাথ,—গোয়ালে লতাব মূলের কাথ, ঘৃত, তৈল ও ঘোলের স্হিত পান করিলে মূত্রাঘাত নষ্ট হয় ।

গোক্ষুর কাথ,—গোক্ষুর বীজের কাথে ববক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুরীষ জন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয় ।

গোক্ষুভাদি,—গোক্ষুর, এরুণ্ডমূল, রাশ্মা, বচ ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে সর্বাঙ্গগত বাত শমিত হয় ।

অন্নাদি,—মুতা, নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, তিক্তবেগুন, পটোলপত্র ও ইলুঘব ; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে শীতপূৰ্ব্বজ্বর নিবারিত হয় ।

চতুর্দ্দিশাঙ্গ,—বেল, শোণা, গাম্ভারা, পাকুল ও গনিয়ারী ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহত্তা, কষ্টিকাবী, গোক্ষুর চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঠ ; এই সকল দ্রব্যের কাথ সারিপাত-জ্বর-নাশক ।

চন্দনাদি,—রক্তচন্দন, চিরতা, তুরালভা ও নাগরমুখা, ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর ও রক্তাধঃ প্রশমিত হয় ।

চন্দনাদি,—রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, শুঠ ও চিরতা ইহাদের কাথ সেবনে (পাল্য) জ্বর নিবারিত হয় ।

চন্দনাদি,—রক্তচন্দন, ক্ষেপাপড়া, বালা, মুখা, রক্তপদ্মকুল, মৃণাল, মোরী, ধনে, বেতপত্র ও আমলকী, শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উৎকট দাহরোগ নিবারিত হয় ।

চাতুর্ভদ্রক,—পাঠাসম্বক—কফাধিক পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে চিরতা, শুঠ, মুখা ও গুলঞ্চের কাথ বিশেষ উপকারক । পিত্তাধিক, পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে—আকন্দা, বালা, বেণামূল এবং চিরতা প্রভৃতি পূৰ্ব্বোক্ত চারিটা পদার্থের কাথ বথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে ।

চাতুর্ভদ্রপাচন,—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঠ ও মুখা ; ইহাদের কাথ মলরোধক, অগ্নির উদ্দীপক, আমদোষের পাচক এবং আমগ্রহণী-নাশক ।

চিহ্নকাদি,—চিতামূল, আতইচ, মুতা, বেড়োলা, বেলশুঠ, শুঠ, কুড়চিহ্নাল, ইলুঘব ও হরীতকী ; ইহাদের কাথ পান করিলে বাত-শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয় ।

ত্রয়োদশাঙ্গ—ধনে, পিপ্পল, শুঠ ও দশমূল ; ইহাদের কাথ পান করিলে পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস, ও পীনসরোগের শান্তি হয় ।

ত্রিকটুাদি—তুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী ; ইহাদের কাথে নবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কক্‌জন্ম কুরণ্ড বিনাশ হয় । ইহা বিরোচক ঔষধ ।

ত্রিকটুাদি—তুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হরিদ্রা, জীবক, (অভাবে গুলঞ্চ) ও অগ্নগন্ধা ; ইহাদের কাথে নাসিকাদ্বারা পান করিলে সর্স্রপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয় ।

ত্রিফলাদি—অমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ও সৌন্দলামজ্জা ; ইহাদের কাথে চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল নিবারিত হয় ।

দশমূল পাচন—বেল, শোণা, গাজারী, পারুল ও গণিয়ারী ; ইহাদের মূলের ছাল এবং শাঃপানী, চাকুলে, বহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই দশটি দ্রব্যকে দশমূল কহে । ইহা জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম, অজীর্ণ, বাতব্যাধি বাতবেদনা, বক্ষোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক ।

দশমূলদি—দশমূল, বেড়েলা, রামা, কুড়, দেবদারু ও তুঁঠ ; ইহাদের কাথে পান করিলে পার্শ্বশূল, স্কন্ধশূল, শিরঃশূল ও ক্ষুর কাসাদি পীড়ার উপশম হয় ।

দশমূলদি—দশমূল, দেবদারু, তুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী ; ইহাদের কাথে পান করিলে, জ্বলোদর, শোথ, গোদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ বিনষ্ট হয় ।

দশমূলী পাচন—দশমূলের কাথে নবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, হৃদরোগ, গুল্ম ও শূলরোগ নিবারিত হয় ।

দশমূলী বলাদি—দশমূল, বেড়েলা, রামা, গুলঞ্চ ও তুঁঠ ;

ইহাদের কাথ এবং তৈলের সহিত পান করিলে, গৃধ্রসী, ধাত্য ও পঙ্ক-
রোগে উপকার হয় ।

দাড়িম কাথ—দাড়িম মলের কাথ তিল তৈলের সহিত পান
করিলে, ক্রিমি পড়িয়া যায় ।

দার্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণামূল ও নিমছাল ; ইহাদের
কাথ পান করিলে রক্তাশঃ প্রশমিত হয় ।

দার্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রবল, মজ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, শুনক,
ভূঁইআমলা, ক্ষেংপাপড়া, জ্বাংলতা, তগরপাতকা, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী,
নিমছাল, মুখা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রানবাসক মূল, সরলকাষ্ঠ, বলা-
ভুসুর, হাড়জোড়া, চিরতা, ভেলার মূতা, আকনাদী, কুশমূল, কটুকী, পিপুল
ও ধনে ; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, সর্কবান্ধ নতুন, পুরাতন
জ্বর এবং কল্ম, দাহ, পক্ষ্মনিগম, বমি, অতিসার, গ্রহণী, কাস, শ্বাস,
কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, প্লীহা, মল্লং, অগ্রমাংস ও মেহ প্রভৃতির
শাস্তি হয় ।

দার্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, রসাজ্ঞন, বাসক, মুখা, চিরতা, বেলশুঁঠ
ও রক্তচন্দন ; ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্বেত, পীত,
লোহিত বা নীলবর্ণের আবহৃক্ত এবং বেদনাবুক্ত প্রদর উপশমিত হয় ।

দুর্বাাদি—দুর্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জের ছাল, টোকাপান, নাগর-
মূতা ও শেণ্ডলা ; ইহাদের কাথ পান করিলে, শুক্রমেহ নিবারিত হয় ।

দেবদার্ব্যাদি—দেবদারু, কুড়, বচ, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা,
কটুকল, মূতা, কটুকী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল (২ ভাগ) ছুরালতা,
গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ, গুলক, কঁকড়াশুঙ্গী, ও কালজীরা ; ইহাদের
কাথ হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিলে, শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস,

মূৰ্ছা, কম্প, শিরোরোগ, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতিসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সূতিকারোগ নষ্ট হয় ।

ব্রাহ্মকান্দি—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মৃত্তা, কটুকী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণামূল, লোধ, ইল্লব, ক্ষেত্ৰপাণ্ডা, ফলসায়ল, প্রিয়ঙ্গু, চুরালভা, বাসক, বষ্টিমধু, গাব, চিরতা ও ধনে : ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, মূৰ্ছা, বমি, শূল, অরুচি, শ্বাস, ও কাস প্রভৃতি উপশান্ত হয় ।

ব্রাহ্মিংশাক—বামুনহাটী, চিরাতা, নিমছাল, মৃত্তা, কটুকী, বচ, শুঠ, পিপুল, সরিচ, বাসক-ছাল, রাগাল-শশা, রান্না, আমলতা, পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, গাব, পাকুল ছাল, ব্রাহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, আতাইচ, কুড়, বলাড়মুর, কটিকারী, বৃহতী, ইল্লব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও শঠী : এই ৩২টী দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর, শূল, কাস, হিকা, শ্বাস, আশ্বান, উক্সন্ত, অহবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিস্থলের বেদনা প্রশান্ত হয় ।

ব্রাদশাক—বেল, সোণা, গাম্ভারী, পাকুল, গণিয়ারী ; ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কটিকারী, গোকুর, কুড় ও পিপুল ; ইহাদের কাথ শ্বাস কাসযুক্ত সন্নিপাত জ্বরের নিবারক ।

প্রান্তককাথ—ধনের কাথে চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ প্রশান্ত হয় ।

প্রান্যনাগর—ধনে ও শুঠের কাথ পান করিলে, আমাজ্জীর্ণ ও শূল প্রশান্ত হয় । ইহা দ্বারা মূত্রাশয়েরও শোধন হইয়া থাকে ।

নবকষাক—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটুকী, বচ ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, ককপিত্ত কূষ্ঠ নিবারিত হয় । গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, আমলকী, হরীতকী,

বহেড়া, খদির ও সোঁদালফলের মজ্জা, ইহাদের কাথে শুগ্ধলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সৰ্ব্বপ্রকার কৃষ্ঠ, বিসৰ্প ও বিবদোষ বিনষ্ট হয়। ইতাকেও নবকষায় কহে।

নবকার্ষিক—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, শুলঞ্চ ও দারুহরিদা, ইহাদের মিলিত ১৮ তোলা আট শুণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে ছাকিয়া, অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি রোগের শাস্তি হয়। এই পাচনের দ্বা পাঁচ রতিতে মাষা ধরিয়া তাহারই ৮ মাষার তোলা হিসাবে ১৮ তোলা লইতে হইবে।

নলাদি—নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু : ইহাদের মলের কাথ শীতল করিয়া, চিনির সহিত পান করিলে, মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

নাগব্রহ্মকথ—শুঠের কাথ উষ্ণ থাকিতে পান করিলে, শূল ও জর্রোগ নিবারিত হয়।

নাগব্রাদি—শুঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বষ্টিমধু, বেড়েলা, কটকী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোঁদালের মজ্জা, চিরতা, শুলঞ্চ, কণ্টকারী, এবং দশমূল ; ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ত্রিদোষ প্রবল সান্নিপাতিক জ্বরে উপকার হয়।

নাগব্রাদি,—শুঠ, বেণামূল, বেলছাল, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা ; ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক এবং মলরোধক।

নির্দিষ্টিকাদি,—কণ্টকারী, শুঠ ও শুলঞ্চ ; দুই তিন দ্রব্যের কাথে পিণ্ডলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দিত ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। পিত্তের আধিক্য

খাবিকলে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ না দিয়া, মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে । এই পাচন রাত্রিভরে সন্ধ্যাকালে এবং অত্যাগ জরে প্রাতঃকালে সেবনীয় ।

নিম্বিষ্টিকাদি,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঠ ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, কএজর, কাস, শ্বাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুশাস্তি হয় ।

নিম্বাদি,—নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কটুকল, কটুকী ও বচ ; ইহাদের কাথ সেবনে বাতশ্লেষ্মজর, সন্ধিভেদ, শিরঃশূল, কাস ও অকুচি নিবারিত হয় ।

নিম্বাদি,—নিমছাল, পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, তরাতকী, দ্রাক্ষা, মুথা, ও ইল্লম্ব ; ইহাদের কাথ জল নিবারক ।

নিম্বাদি,—নিমছাল, ক্ষেত্ৰপাপড়া, আকনাদী, পটোলপত্র, কটুকী, বাসকডাল, তরালতা, আমলকী, বেণামূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন ; ইহাদের কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, জর ও বসন্ত বিনষ্ট হয় এবং যে বসন্ত একবার উঠিয়া বসিয়া যায়, তাহা পুনর্বার উদ্ভূত হয় ।

পঞ্চতিক্ত পাচন,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঠ, কুড় ও চিরতা ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চভূগামুস্তাদি পাচন,—কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু, ও পাগড়া ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, নালি সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয় ।

পঞ্চমূলী কাথ,—বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গনিয়ারী ; ইহাদের মূলের ছালের কাথ পান করিলে বাতজ্ব কাশ নিবারিত হয় ।

পঞ্চমূলী বনোদি,—পঞ্চমূল (পিপ্তের আধিকা থাকিলে), (স্বল্প পঞ্চমূল) এবং বায় ও শ্লেষ্মার আধিকা থাকিলে (বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঠ, আকনাদী, চিরতা, বালা, কুড়চি-

ছাল ও ইন্দ্রযব ; ইহাদের কাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অভিসার, জ্বর, বমি, শূল, কাস ও খাস প্রশমিত হয় ।

শশ্যাদি,—বেল, সোণা, গাম্ভারী, পাকুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মলের ছাল এবং বেড়োলা, রান্না, কুলখকলাই ও কুড়, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, বাতিকজর, ও শিরঃকম্প, গাঁটে গাঁটে বেদন, প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

পটৌলাদি,—পটোলপত্র, অনন্তমূল, মৃত্তা, আকনাদী ও কটকী ইহাদের কাথ সেবনে দ্বোকাগীন জ্বর নিবারিত হয় :

পটৌলাদি,—পটোলপত্র, রক্তচকন, মুকামূল, কটকী, আকনাদী, গুলঞ্চ ; ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর নষ্ট হয় ।

পটৌলাদি,—পটোলপত্র ও নিমছালের কাণ্ড মধুর সঞ্চিত পান করিলে বাতরক্তেজ দোষ নিবারিত হয় ।

পটৌলাদি,—পটোলপত্র, শুঠ, আমলকী, তরীতকী, বহেড়া, রাখালশলা, বলাড়মুর, কটকী, তরিদ্রা, দাক্তরিদ্রা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিছা মুখে ধারণ করিলে সর্কপ্রকার মুখ-রোগ বিনষ্ট হয় ।

পটৌলাদি,—পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মৃত্তা, বাসকছাল, তরালতা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেংপাপড়া ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হইয়া যায় । দূষিত এণ জ্ঞাত জ্বরেরও ইহা বিশেষ উপকারক ।

শশ্যাদি,—তরীতকী, দেবদারু, বচ, মৃত্তা, শুঠ ও আতইচ ; ইহাদের কাথ অভিসার দোষনাশক ।

শশ্যাদি,—তরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঠ, মৃত্তা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ বাতাতিসার নাশক ।

পথ্যাদি—হরিতকী, চিতামূল, কটকী, অকনাদি, বচ, মৃত্তা, কড়চিছাল, ও শুঠ, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্লেম্মাভিসারনাশক ।

পথ্যাদি—জীর্ণ অরে মলবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, সোঁদালের মজ্জা, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী ; ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে ।

পথ্যাদি—হরীতকী, শালপানি, শুঠ ; দেবদারু, আমলকী ও বাসকছাল, ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, (চাতুর্থক) প্রাণিক) অর শৌত্রই নিবারিত হয় ।

পথ্যাদি—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলক, চিতামূল, দারু-হরিদ্রা, পুনন বা, দেবদারু, শুঠ ; ইহাদের কাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মলান্ত্রিত শোথ উপশমিত হয় ।

পাঠাদি—আকনাদি শিরীষ, হরালভা, হুসামূল, পলাশবীজ, পাবফল, ও কয়েতবেল ; ইহাদের কাথ মেহনাশক ।

পাঠাদি—আকনাদি, উল্লব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেপাপড়া, গুলক ও শুঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, অরসংযুক্ত আমাভিসার নিবারিত হয় ।

পাষাণভেদাদি—পাথরকুচি, বরুণহাল, গোকুর ও কড়ই ব্রহ্মের মূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও শুড়, কঁকড়বীজচূর্ণ, শশার বীজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হুঃনাশ্য অশ্মরী ও নিবারিত হয় ।

পিপ্পথ্যাদি—পিপুল, পিপুলমূল, চট, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, ছোটীএলাচ, বমানী উল্লব, আকনাদী, রেণুক, জীরা, বামনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, কটকী, সর্বপ, বিড়ম্ব, আতইচ, হুসামূল ইহাদের কাথে ত্রিঃ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর, (সন্ধি) অরুচি, শুশ্র, ও শূল রোগের শান্তি হয় ।

পুনর্নবা—ষতপুনর্নবামূল হরীতকী, নিমছাল, দেবদারু, কটকী,

পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও শুঠ, ইহাদের কাথ ২ তোলা গোমূত্রের সহিত পান করিলে পাণ্ডু, কাস, উদর, শ্বাস, শূল ও সর্বাসঙ্গত শোথ প্রশমিত হয় ।

পুনর্নব্বাদি,—শ্বেত পুনর্নব্বা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুখা, শুঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও শুগ্-গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্বাসঙ্গত শোথ, উদর, শ্বাস এবং কাস ও শূলযুক্ত পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয় ।

পুতিকাদি,—করঞ্জ, পিপুল, শুঠ বেড়েলা ধনে ও হরীতকী ; ইহাদের কাথ সারংকালে সেবন করিলে বাতান্তিসান নষ্ট হয় ।

প্রশ্নিপর্ণাদি,—চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠ ধনে, নীলসুঁদী, শুঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুখা, দেবদারু, আকনাদী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকজ্ঞাত অতিসার নিবারিত হয় ।

ফলত্রিকাদি,—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, চিরতা ও নিমছাল ; ইহাদের কাথ শুষ্ক পান করিলে পাণ্ডু ও কামলাসোগ বিনষ্ট হয় ।

ফলত্রিকাদি,—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, নাখালশাণা ও মুতা, ইহাদের কাথে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় ।

বচাদি,—বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী ও দশমূল ; ইহাদের কাথ পান করিলে বাতগুলু ও বাতজ্বর নিবারিত হয় ।

বৎসকাদি,—কুড়ছিছাল, আতইচ, বেলশুঠ, বালা ও মুখা, ইহাদের কাথ পান করিলে আময়ুক্ত সবেদন স্রবত ও দীর্ঘকালজাত অতিসার প্রশমিত হয় ।

বাৎসানশ্রাদ্দি—গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুণা, চিরতা, নিমছাল, আতাইচ, ও তেলাকুচা ; ইহাদের কাথ সেবনে জরাতিসার বিনষ্ট হয় ।

বরুণাদ্দি—বরুণছাল, পাথরকুচি, শুঠ ও গোক্ষুর ; ইহাদের কাথে বরুণায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী (পাথরী) ও শর্করা (বালির মত গদাৰ্ধ) রোগ বিনষ্ট হয় ।

বলাদ্দি—বেড়োলা, শ্বেত পুনর্নাবা, এরঙমূল, ব্রহ্মী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের কাথে ত্রিঃ ২ রতি ও সচল লবণ ॥০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিকশূল বিনষ্ট হয় ।

বলাদ্দি—বেড়োলা, মাষকলাই, আলকশীমূল, গন্ধহৃণ ও এরঙমূল ; ইহাদের কাথ পান করিলে, অদ্বিত পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী নামক বাতব্যাধি প্রশমিত হয় ।

বাজিপক্ষাদ্দি—অর্ধগন্ধা, বেড়োলা, পীতবেড়োলা, গোরক্ষ-চাকলে, দশমূল, শুঠ, শ্বেতকুলেথাড়া, রক্তকুলেথাড়া ও রাস্না ; ইহাদের কাথ বাতন্যাধিনাশক ।

বালাদ্দি—বাল্য, শ্বেতপদ্ম, চন্দন, বেণামূল, দাক্তিচিনি, ধনে ও জটানাংসী ; ইহাদের কাথ কামজর নিবারক ।

বাসাদ্দি—বাসকছাল, মুণা, গুলঞ্চ, পটোলপত্র, শুঠ, ধনে ও চিরতা ; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলা রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

বাসাদ্দি—বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ ; ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে, জ্বর ও কাসের শাস্তি হয় । এই কাথ পিপ্পল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে কাস, ক্ষুদ্রাশাস বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বাসাদ্দি—বাসকছাল, গুলঞ্চ ও সৌদালমঞ্জা ; ইহাদের কাথে এবণ্ডৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত উপশমিত হয় ।

বাসকাদি—বাসকছাল, হরীতকী, মৃত্তা, বহেড়া ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ চক্ষুতে সেচন করিলে, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব বিনষ্ট হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিত হইয়া থাকে ।

বিভীতকাদি—বহেড়া, সোঁদালের মজ্জা, কটুকী, ভেউড়ী-মল ও হরীতকী ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বিষমজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয় ।

বিল্বাদি—বেলছাল, বামনহাটী, বমানী, রাসু', কুড়, পিপুল, শুঠ এবং দশমলের দশধানি ; এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, সরিষাত জ্বর, বক্ষঃপেদনা, পাখশূল, উদরাগ্নান, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

বিল্বাদি—বেলমূলের ছাল, এরশুল, চিতামূল ও শুঠ ; ইহাদের কাথে ত্রিঃ ২ রতি ও সৈন্ধব লবণ ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বশ্রোগ বিনষ্ট হয় ।

বিল্বাদি—বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, মৃত্তা, বালা ও জাতাইচ ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, আমদোষযুক্ত পিত্তাতিসার বিনষ্ট হয় ।

বিল্বাদি—বেলমূলের ছাল, শোণামূলের জল, গাস্তারী মূলের ছাল, পারুল মূলের ছাল, গণিয়ারী মূলের ছাল, শুলফ, আমলকী ও ধনে , ইহাদের কাথ বাতিক জ্বর নাশক ।

বিশ্বাদি—শুঠ, শুলফ ও পিপুল ইহাদের কাথ সেবনে বাতিকজ্বর প্রশমিত হয় ।

বিশ্বাদি—শুঠ, শুলফ, মৃত্তা, চিরতা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও গোকুর ; ইহাদের কাথ বাতপৈত্তিক জ্বর নাশক ।

বীজতকাদি—মজ্জুনছাল, পীতবাঁটী, নীলবাঁটী, খাগড়া মূল, খান্দরা বা পরগাছা, নলমূল, শুলফ, কাসমূল, কুশমূল পাথরকুটী, ইক্ষুমূল,

শোণাছাল, হাতিশুঁড়া, কড়ই, আকন্দমূল, গণিয়ারী, শতমূলী গোক্ষুর ও কড়ই রক্তের মূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাবাত নষ্ট হয় ।

স্বহং কটুফলাদি—কটুফল, মৃণা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেংপাণড়া, কঁকড়াশুকী, ইন্দ্রযব, বনে, শঠী, ভুজরাজ, পিপুল, কটুকী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামনহাটী, ধলাআকড়া, বেড়েলা, পিপুল, মূল এবং দশমলের দশখানি, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ আনার রস ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতদ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, কণ-মূলের শোথ, মুগরোগ, শিরোরোগ, কাস এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অস্ত্রান্ত রোগের শাস্তি হয় ।

স্বহং পঞ্চমূল—বেল, শোণা, গাঙ্গারী, পাকুল ও গণিয়ারী ; এই পাঁচটা দ্রব্যের মূলের ছালকে স্বহং পঞ্চমূল কহে) ।

স্বহং পঞ্চমূলদি—বেল, শোণা, গাঙ্গারী, পাকুল ও গণিয়ারী ; ইহাদের মূলের ছাল এবং শুঁঠ, পার্ণকলপত্র, কীচড়াদাম, মতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, স্তলক, আকনাদী, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়িছাল, ইন্দ্রযব, বনে ও বাইফুল, ইহাদের কাথে আতইচ চূর্ণ ।• আনা নিশাইরা দিয়া পান করিলে, সবক বা নীরক অরাজিসার উপশান্ত হয় ।

স্বহং ত্র্যাঙ্গি—বহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শঠী, কঁকড়াশুকী, হুগলতা, ইন্দ্রযব পটোলপত্র ও কটুকী, ইহাদের কাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বর ও কাসাদি উপজ্বর প্রশান্ত হয় ।

স্বহং ষাট্র্যাঙ্গি—আমলকী, দ্রাক্ষা, বাটিনধু, ভূমিকুশ্মণ্ড, গোক্ষুর, কুমূল, কুমাইকুমূল ও হরীতকী ; ইহাদের কাথে অন্ধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ ও শুষ্কজনিত দাহাদি বিনষ্ট হয় ।

ভদ্রমুস্তাদি—নাগরমুতা, শুঠ, গুলঞ্চ, আমলকী, আকনাদী, বেণামূল ও বালা, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাজর বিনষ্ট হয় ।

ভজাদি—কটুকল, ধনে, শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরতা, পটোলপত্র, বাসকছাল, কুড়, ইন্দ্রযব, নিমছাল, বামুনহাটা ও ক্ষেংপাপড়া ; ইহাদের কাথ পান করিতে শীতপূর্বক্সর নিবারিত হয় ।

ভূনিহাদি—চিরতা, বাসকছাল, কটকী, পটোলপত্র, আমলকী, তরীতকী, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, মৃৎশোথ, বিস্ফোট, পিপাসা ও বনি প্রশমিত হয় ।

ভূনিহাদি, অষ্টাদশাঙ্গ—চিরতা, দেবদারু, শুঠ, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনে, গর্ভাপঙ্গলা, ও দশমল (বেল, শোণা, গাছারা, পারুল, গণিয়ারা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারা, গোক্ষুর) ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ, খাস প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত হয় ।

অশ্লুকাদি—বটিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপাতা, ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে গাঁভ্রীদিগের জ্বর উপশমিত হয় ।

অশ্লুকাদি—বটিমধু, অনন্তমূল, আমলতা দাশা, মৌরি, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাছারাছাল, পদ্মকাষ্ঠ, লোপ, তরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, কলসাকল ও বেণামূল ; এই সমুদায় দ্রব্য মিলিত ২ তোলা কুটিত করিয়া অন্ধপোয়া চালুনি (চাল ধোয়া) জলে পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত মধু, চিনি ও থৈ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতদিগ্জ্বর এবং দাহ, তৃষ্ণা, মূচ্ছা, ভ্রম ও রক্তপিত্ত নিবারিত হইবে ।

অশ্লুকাদি—গটিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেণামূল,

গুলঞ্চ ও পটোলপত্র ; ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অষ্টবিধ জ্বর এবং স্নৈদারুণ বিবমজ্বর প্রশমিত হয় ।

মরিচাদি—মরিচ, পিপুল মূল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কটফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী বমানী ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, উপদ্রবের সহিত কফজ্বর নষ্ট হয় ।

অহাবলাদি—পীতবেড়েলার মূল ও শুঠ, এই দুই দ্রব্যের কাথ ২৩ দিন পান করিলেই শীত-কম্প ও অত্যন্ত দাহ মুক্ত বিবমজ্বর প্রশমিত হয় ।

মহোষধাদি—শুঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মর্জা ও মেদরোগ বিনষ্ট হয় ।

মহোষধাদি—শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ধনে ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, তৃতীয়ক (পালা) জ্বর নিবারিত হয় ।

বাসাদি—বাসকছাল, আমলকী, শালপানী, দেবদারু, হরীতকী ও শুঠ ; ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে চাতুর্থক (দ্বাতিক) জ্বরের শাস্তি হয় ।

মাতুলুঙ্গাদি—টাবালেবুর মূল, রাক্ষাশাক, শুঠ ও পিপুলমূল ; ইহাদের কাথে যবক্ষার ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বরের দোষ নষ্ট হয় ।

মাতুলুঙ্গাদি—টাবালেবু, পাথরকুঁচ, বেলছাল, কণ্টকারী, আকনাদী ও এরণ্ডমূল ; ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতিষ্ঠা জ্বর এবং আনাহ ও শূল প্রশমিত হয় ।

মাষাদি—মাদকলাট, আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা ইহাদের কাথে হিং ২ রতি ও সৈন্ধবকষণ ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয় ।

মুদ্গপাশর্পাদি—মৃগানী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, সোঁদালপত্র, শঠী, বিরুড়কবীজ, নীলমূল, এলাচ, তরীতকী, আয়ালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ইহাদের কাথ পান করিলে, প্রমেহ পিড়কার দোষ নষ্ট হয় ।

মুস্তাদি—মুতা, ক্ষেংপাপড়া, শুঠ, গুলঞ্চ ও তুরালভা ; ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং অকচি, বমি, দাভ ও মুখশোথ নিধারিত হয় ।

মুস্তাত্যপাচন—মুতা, গুলঞ্চ, শুঠ, বাসকছাল, বালা, ক্ষেংপাপড়া, তরীতকী, কণ্টকারী ও তুরালভা ; ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে বিশেষ উপকার করে ।

মুস্ত্রীকাদি—দ্রাক্ষা, মরিচ, বাসকছাল ও গষ্টিমধু, ইহাদের কাথ চিনি বা মিছরীর সহিত সেবন করিলে, প্রতীশ্রাব (সর্দি), কফ ও কাস প্রশমিত করে ।

সাবাদি—নিম্ব ন ব্যব, বাসক ও আমলকী ; ইহাদের কাথে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অল্পপিভ নিবারিত হয় ।

সামান্যাদি—মৃগানী, বচ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের কাথ উষ্ণ থাকিতে রাত্রিতে পান করিলে শ্লৈষ্মিক গুল্ম প্রশমিত হয় ।

রাশাদি—রাশ্না, গুলঞ্চ, সোঁদালমজ্জা, দেবদারু, বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ; ইহাদের কাথে শুঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জ্বর, উরু, পৃষ্ঠ, কিক ও পার্শ্বদেশের বেদনা প্রশমিত হয় ।

রাশ্মাদি—রাশ্মা, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সোঁদাল-
ফলের মজ্জা, গোক্ষুর, পটোলপত্র ও বাসক ; ইহাদের কাণে এরণ্ড তৈল
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি বিনষ্ট হয় ।

রাশ্মাদি—রাশ্মা, দশমূল, শঠী, পিপ্পল, শুঠ, কুড়, কঁাকড়াশুঙ্গী,
ভূঁইআমলা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, নাগরমূতা ও চিতামূল ; ইহাদের কাণে
সেবন করিলে, তিক্কা, খাস, কাস, পার্শ্বশূল ও জ্বদ্রোগ নিবারিত হয় ।

রাশ্মাদি—রাশ্মা, বাদড়া বা পরগাছা, দেবদারু, সরলধাঁড় ও
এলবালুকা ; ইহাদের কাণে ।• আনা চিনি ও ।• আনা গধু প্রক্ষেপ দিয়া
পান করিলে বাতকজর বিনষ্ট হয় ।

রোহিতকাদি—রোহিতক (রমনা) ও তরীতকীর কাণে
পিপ্পলচূর্ণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, প্লীহা ও নক্ল উপ-
শান্ত হয় ।

শঠ্যাди—শঠী, কুড়, কণ্টকারী, কঁাকড়াশুঙ্গী, চরালভা, গুলঞ্চ,
শুঠ, আকনাদাঁ, চিরাতা ও কটকী, ইহাদের কাণে পান করিলে, সন্নিপাত-
জ্বর, কাস, জ্বদ্রোগ, পার্শ্বশূল, খাস ও তন্দ্রা নিবারিত হয় ।

শাখোটি ক্রাথ—শেওড়াচালের কাণে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া,
পান করিলে, (গোদের) উপকার হয় ।

শালপণ্যাদি—শালপানী, বেড়েলা, বেলশুঠ, মনে ও শুঠ ;
ইহাদের কাণে পান করিলে, আশ্মান এবং বেদনায়ুক্ত বাতজ্বর প্রভৃতি নিবা-
রিত হয় ।

শালপণ্যাদি—শালপানী, বেড়েলা, রাশ্মা, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল
ইহাদের জৈমন্তকাণে সেবনে তীব্র বাতকজর বিনষ্ট হয় ।

শিপ্রাক্রাথ—সজিনামূলের কাণে পিপ্পল, কুলকুড়ি ও সৈন্ধব
লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহাধররোগের শাস্তি হয় ।

শুষ্ঠাদি—শুষ্ঠ, মূতা, আতাইচ ও গুলঞ্চ ; ইহাদের কাথ পান করিলে, অগ্নিমান্দ্য, আনদোষ ও অপক গ্রহণীরোগ নিবারিত হয় ।

শৃঙ্খ্যান্দি—কাঁকড়াশৃঙ্খা, বামুনহাটা, হরীতকী, রুক্ষজীরা, পিপুল-চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, ছরালভা, কটুকল, শুষ্ঠ, মূথা, ধনে, কটকী, ইন্দ্রবব, আকনাদী, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাংমূল, পিপুল-মূল, চিতামূল, রাখালশলা, সোঁদালমজ্জা, নিমছাল, শঠী, সোমরাঙ্গীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, যমানী ও বনবমানী ; ইহাদের কাথে তিঃ ও অঁদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট আন্ত্র্যাস জ্বর, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, তিক্কা, শ্বাস, কাস ও অগ্ন্যাগ্ন উপদ্রব সাম্য হয় ।

শ্বন্দংষ্ট্রাদি—গোকুর, এরণ্ডপত্র, শুষ্ঠ, ও বরুণছাল ; ইহাদের কাথ পান করিলে অগ্নরী রোগ বিনষ্ট হয় ।

শ্বন্দংষ্ট্রাদি—গোকুর ও শুষ্ঠ এই দুই দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে কফজন্তু নৃত্যকুচ্ছে উপকার হয় ।

ষড়্ভক্ষপানীষ—মূতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা, শুষ্ঠ মিলিত ২ তোলা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২ সের থাকিতে ছাঁকিয়া নবজরের রোগীকে পান করাইলে, তাহার জ্বর এবং পিপাসার শান্তি হয় ।

ইহা জরের প্রথম অবস্থাতেই পিপাসাদি উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রয়োগ করা যায় ।

সপ্তচ্ছন্দাদি—ছাতিম ছাল, বেণামূল, পটোলপত্র, মূতা, হরী-তকী, কটকী, যষ্টিমধু, সোদালকলের মজ্জা, ও রক্তচন্দন ; ইহাদের কাথ পান করিলে মুখদোষ নিবারিত হয় ।

সমভ্রাদি—বেড়োলা, ধাইফুল, বেলশুষ্ঠ, আমের আঁটির মজ্জা

ও পদ্মকেশর ; অথবা বেলগুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুড়চিহাল, ইন্দ্রযব ; এই সকল দ্রব্যের কাথ রক্তস্রাব নিবারণ করে ।

সমজ্ঞাদি—বেড়োলা, আতাইচ, মুতা, গুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চিহাল, ইন্দ্রযব ও বেলগুঁঠ ; ইহাদের কাথ পান করিলে সর্স্রগ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয় ।

সিদ্ধুবারাদি—নিষিন্দা পাতার কাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, কফস্র এবং তজ্জনিত জজ্ঞাদ্রয়ের অবসন্নতা ও শ্রবণশক্তির নাশ নিবারিত হয় ।

স্মৃতিকাদশমূল—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, নীলঝাঁটা, গন্ধভাজলে, গুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে জ্বর ও দাহসংস্কৃত স্মৃতিকারোগ বিনষ্ট হয় ।

স্রঙ্গপঞ্চমূল—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোকুর, এই পাঁচটি দ্রব্যের মলকে স্রঙ্গ পঞ্চমূল কহে ।

হরীতক্যাদি—হরীতকী, গোকুর, সোদালফলের মজ্জা, পাথর-কুটী, বেলমূলের ছাল ও দুর্গালভা ; ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছের দাহ, বেদনা ও মূত্রবিবদ্ধতা বিনষ্ট হয় ।

হ্রীবেরাাদি—বালা, নীলমুদী ফুল, ধনে, রক্তচন্দন, বষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী ; ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বরে উপকার হয় ।

হ্রীবেরাাদি—বালা, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেৎপাপড়া ; ইহাদের কাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর এবং তছপসর্গ পিপাসা, বমি ও গাত্রদাহ নিবারিত হয় ।

হ্রীবেরাাদি—বালা, আতাইচ, মুতা, বেলগুঁঠ গুঁঠ ও ধনে ; ইহাদের কাথ পান করিলে, মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা এবং আমদোষ

ও শূল নিবারিত হয়। ইহা সরু সজ্জর বা বিজ্জর অতিসার বিনষ্ট করিতে সক্ষম।

হীবেন্নাদি—বালা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মৃত্তা, বেণামূল, চরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতাইচ ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, স্মৃতিকা জন্ম অতিসার, রক্তাতিসার ও জ্বর নিবারিত হয়।

ক্ষুড্রাদি—কটকারী, গুলঞ্চ, শুঠ ও কুড়, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতপ্লেহ জ্বর এবং শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।



রোগের অবস্থা বিশেষে পাচন নির্ণয় ।

জ্বর চিকিৎসা ।

১। নবজ্বর বা তরুণ জ্বর—সাধারণতঃ ৭ দিন যাবৎ জ্বরের নূতন অবস্থা থাকে । এই অবস্থায় বীৰ্য্যবান ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ । অতএব তরুণ জ্বরে পাচনাদি গুরুপাক ঔষধ না দিয়া ষড়ঙ্গ পানীয়, স্বরস, কঙ্ক, ফাণ্ট ও শীতকনায় প্রভৃতি লঘুপাক ঔষধই ব্যবস্থেয় । কিন্তু কোনরূপ গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখিলে ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া বিশেষ প্রয়োজন ।

২। সাধারণ জ্বরের দ্বিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয় । সাম অবস্থা অর্থাৎ আনবৃত্ত অবস্থা এবং নিরাম অবস্থা অর্থাৎ আমের পরিপাকাবস্থা । জ্বর হইলে প্রথম ৭ দিন সাম অবস্থা বলিয়া ধার্য্য হয় এবং তৎপর নিরাম অবস্থা । এই অবস্থায় অল্প অল্প ক্ষুধা বোধ, দেহের লঘুতা, জ্বরের লাঘব, বায়ু, পিত্ত, কফ ও কাসের নিঃসরণ এবং ৮ম দিন অর্থাৎ ৭ দিন অতীত হইয়া ৮ম দিন হইতে জ্বরের নিরাম অবস্থা বলিয়া গণ্য হয় । জ্বরের নিরাম অবস্থাতে পাচন প্রয়োগ করা বিধেয় । কিন্তু সাম অবস্থায় পাচন দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ পাচন জিনিষটা স্বভাবতঃই গুরুপাক ।

৩। সাম জ্বরে—ষড়ঙ্গ পানীয়, বাতিক জ্বরে—আবগ্ধাদি, পিত্ত জ্বরে—গুড়ুচ্যাদি, কফজ্বরে—খাত্ত পটোলাদি, শ্লেষ্মায়ুক্ত পিত্ত জ্বরে—কিরাতাদি পাচন ব্যবহৃত হয় । ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ পরে বলা হইতেছে ।

৪। বাত জ্বর—জ্বর কখনও অধিক কখনও কম, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, নাক, হাই উঠা, নিদ্রা নাশ, কম্পদিয়া জ্বর আসা, বমন, মুখ বিরস, গুরুকাশ,

হাঁচি না হওয়া, বৃকে ব্যথা, অঙ্গ মর্দ, কোষ্ঠ কাঠিগ্র, পেট কাঁপা, গাত্র বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণ বাত জরে হয়। কিন্তু সমস্ত লক্ষণ এককালে বা ক্রমাগত এক রোগীতে প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এতগুলি লক্ষণের মধ্যে কাহারও ২।৪টা কাহারও ৩৪টা লক্ষণদৃষ্ট হয়।

৫। নিব্রাম জ্বরে—জ্বরের অনিয়ত অবস্থায় বিহপঞ্চমূলম্, মুখের বিসতা ও তারবোধ এবং পেট কাঁপা, পেটে শূলবৎ বেদনা থাকিলে শুষ্ঠাদি, শুষ্ক কাশ ও বৃকে বেদনা থাকিলে—কিরাতাদি ব্যবস্থায়।

সর্বলক্ষণ বৃক্ত বাতিক জ্বরের ৭ম দিবসে—গুড়ুচ্যাদি, শ্রীফলাদি।

সর্বাস্তে বেদনা থাকিলে—রাশ্বাদি।

বমন থাকিলে—বিষাদি।

মুখাদি শুষ্ক হইতে থাকিলে এবং প্রস্রাব সঙ্কায় দোষ লক্ষিত হইলে দর্ভমূলাদি।

কোষ্ঠকাঠিগ্র থাকিলে—পিপ্পলাদি, কাশ্মর্যাদি।

কাশ বা হ্র্যপানীবৃক্ত বাতজ্বরে—ভূনিষাদি ও চুরালভাদি কষায়।

অঙ্গমর্দ থাকিলে—বিষাদি।

শরীর বেদনা ও তীব্র বেগযুক্ত অবস্থায়—শাল পণ্যাদি, শত পুষ্পাদি।

কম্প দিয়া জ্বর আসিলে কিম্বা কেবলমাত্র শিরঃকম্প থাকিলে, গাঁটে গাঁটে বেদনা থাকিলে অথবা সর্বাস্তে অসহ্য বেদনা থাকিলে—পঞ্চমূলাদি।

কফাশ্রিত বাতিক জ্বরে, অগ্নিমান্দ্য, গলা ও বৃকে তার বোধ। অর্থাৎ ঐ স্থানে কিছু আটকাইয়া আছে বলিয়া বোধ হইলে, বর্ষ্ম, হিকা, হিমাঙ্গ, ও মুচ্ছাবৃক্ত বাতিক জ্বরে—কণাদি, কাকোল্যাদি।

জ্বর ভূগিতে ভূগিতে শরীর নিশ্বেজ হইয়া পড়িলে—শতাবরীস্বরস।

বাতপ্রধান রাত্রিজ্বরে—বচাদি।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ—জ্বরের বেগ খুব বেশী, অতিসারের স্থায় তরল দান্ত, নিদ্রার অন্ততা, বমি, কঠ, ওষ্ঠ, মুখ নাক প্রভৃতি স্থানে ক্ষত, বর্ষ নির্গম, প্রলাপ অর্থাৎ অসঙ্গত বাক্য বিভ্রাস, মুখ তিক্ত, মুচ্ছা, দাহ, মত্ততা ও পিপাসা, মল, মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং গাঞ ঘূর্ণন প্রভৃতি হইয়া থাকে ।

এই জ্বরের সাম অবস্থায়—তিক্তাদি ।

নিরাম অবস্থায় কাশ দৃষ্ট হইলে—কটফলাদি ।

নিরাম অবস্থায় ককের উপদ্রব না থাকিলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে—নাগবাদি ।

দাহ ও পিপাসার জন্তু—পপটাদি, পটোলাদি ।

পিপাসা, বমি, দাহ যুক্ত অবস্থায়—হ্রাবেরাদি ।

মুখের বিরসতা ও মুচ্ছায়—কলিঙ্গাদি ।

দাহ, পিপাসা, ভ্রাস্ত, অকচি, বমন, বমনবেগ ও ক্রান্তিযুক্ত অবস্থায়—কিরাতাদি ।

বমি, দান্ত, পিপাসা ও দাহ যুক্ত অবস্থায়—বিষাদি ।

কেবলমাত্র দাহ ও কাশযুক্ত জ্বরে—দুরালভাদি কষায় ।

ভ্রম, দাহ ও পিপাসাযুক্ত জ্বরে—অম্বতাদি ।

দান্তযুক্ত জ্বরে—লোহাদি ।

জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় মুখশোম, প্রলাপ, অন্তর্দাহ (অর্থাৎ ভিতরে দাহ ও শরীরের উপর শীত) মুচ্ছা ভ্রম এবং পিপাসাযুক্ত জ্বরে—দ্রাকাদি ।
ইহা দান্তকর ও রক্তপিত্ত নাশক ।

নানাবিধ উপদ্রবের সহিত পিত্তজ্বর নাশের জন্তু শুভ্রুচাদি উত্তম ।

পিত্তজ্বরে সমস্ত উপদ্রব এক সঙ্গে লক্ষিত হইলে—দ্রাকাদি ।

তৃষ্ণা নাশের জন্তু—ববপটোল ভাল ঔষধ ।

কফজর—শরীরে ভিজা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদনবৎ বোধ, জরের সামান্য বেগ, নাড়ীর গতি মন্দ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, রোগাক্ষ, মূত্র, নেত্র, মুখ স্বেতবর্ণ, নিদ্রাধিক্য, নাক দিয়া জল পড়া, মুখ মিষ্ট আশ্বাদ যুক্ত, কাস, শীত বোধ, জ্বরের গুরুত্ব প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

এই জ্বরের ভ্রাম অবস্থায়—মাতুলুঙ্গাদি ।

সর্দি ও অরুচি নষ্ট কফজ্বরের ভ্রাম অবস্থায়ও গুজ্জরে—পিপ্পলাদি ।

সর্দি জ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে—নিম্বাদি ।

সর্দি, জজ্বাব চর্মকলতা ও শ্রবণ ক্ষতির ভ্রামভাব দৃষ্ট হইলে—সিদ্ধুবারাদি ।

শ্বাস, কাশ, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠশ্রিত বায়ুর নিঃসরণ করিবার ভ্রাম—নিদ্রিগ্নিকাদিষ্ট শ্রেষ্ঠ ।

কফজ্বরে বৃক কফ গাঢ় হইয়া বসিয়া গেলে ও কোষ্ঠ কাঠিগ্ন, এবং শুষ্ক কাশ দৃষ্ট হইলে—মস্তাদি ।

জ্বরের বেগ বেশী থাকিলে ও জ্বর কিছু প্ৰত্যাহত এবং নাস্তি সংদৃষ্ট হইলে—সপ্তজ্বাদি ।

তরল শ্লেষ্মা যুক্ত অবস্থায়—মিচাদি । কফজ্বরের যে কোন উপদব দৃষ্ট হইলে এই লক্ষণ মস্তুর আয় কাজ করিবে । পিত্তাশ্রিত কফজ্বরে—কটুত্রিকাদি ।

কফ রক্ষ হইলে ও শরীরে চুলকানি থাকিলে—সাপিবাди ।

হিকা, শ্বাস ও কাশযুক্ত অবস্থায়—তিক্তাদি, বাসাদি ।

রোগী নিতান্ত চর্মকল হইলে ও মেহের অবস্থা দৃষ্ট হইলে ভ্রামবোধি কোষ্ঠ কাঠিগ্ন থাকিলে—পটোলাদি ।

বাতশৈথিক জ্বর—তৃষ্ণা, মূর্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রা নাশ, মাথা বেদনা, মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক হওয়া, বমন, বোমাক্ষ (গা কাটা

দেওয়া) অরুচি, চক্ষু অন্ধকার দর্শন, গাঁটে গাঁটে বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

এহ অবের আমাবস্তায়—বিশ্বাদি ।

বাতের উপদ্রব বেশী ও পিত্তের উপদ্রব কম দৃষ্ট হইলে—নিদিক্কাদ ।

কোষ্ঠ কাষ্ট্রি থাকিলে—ত্রিকলাদি ।

পিত্তেব ভাগ বেশী ও বাতের ভাগ অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইলে—
পঞ্চভদ্র ।

গাত্র দাহের ভ্রত্ব কীরাতাদি—কাথ, মুস্তাদি ।

কোষ্ঠ কাষ্ট্রি, ভ্রম, মূৰ্ছা, দাহ, পিপাসা, মুখশোথ, বমন, গাত্র বেদনা
প্রভৃতি উপদ্রব—আরগ্গাদি ও মধুকাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে—শ্লেষ্মায় মুখ ভরিয়া থাকা ও তিক্ত বোধ
হওয়া, তন্দ্রা, মূৰ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুমুহুঃ দাহ ও শীত অনুভব
হয় ।

আমাবস্তায়—পটোলাদি, গুড়চায়াদি ।

কফ প্রধান পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে—চাতুর্ভদ্রক ।

পিত্ত প্রধান পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরে—পাঠাসপ্তক ।

পিপাসা, বমন ভাব, অরুচি, বমি এবং দাহ থাকিলে—অনুভাষ্টক ।

পিপাসা, দাহ, বমি যুক্ত অবস্থায়—পটোলাদি ।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের সর্বপ্রকার উপদ্রব শাস্ত্রের ভ্রত্ব—পঞ্চতিক্ত কষায় ।
দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাশ, শ্বাস, হৃদয় শূল ও পাণ্ডশূল থাকিলে—
কণ্টকায়াদি ।

দাহ ও মূৰ্ছা থাকিলে—ভার্গ্যাদি ।

শুক কাশ অধিক থাকিলে ও তজ্জনিত গাত্র ও বৃক বেদনা জন্মিলে—
এলাদি ।

দান্ত ও দাহ ও ভ্রম থাকিলে—ভদ্রমুস্তাদি ।

অতিরিক্ত দান্ত হইলে—নাগরাদি ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বর—শরীর তিজা কাপড়ে আবৃতবৎ বোধ হওয়া
গাট বেদনা, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, নাক দিয়া জল পড়া, কাশ, ঘর্ম্ম,
সন্তাপ, জ্বরের বেগ মাঝামাঝি ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

আমাবস্থায়—মুস্তাদ্রয়, পঞ্চকোল ।

অরুচি, দাহ, বমি, মুখশোষ থাকিলে—মুস্তাদি ।

শ্বাস, কাশ, অরুচি ও পাশ্বশূল, থাকিলে ক্ষুদ্রাদি কিন্তু ইহা ত্রিদোষজ
জ্বরে ভাল কাজ করে ।

গাট শূল শিরঃশূল, কাশ ও অরুচি থাকিলে—নিহাদি ।

অতি নিদ্রা, পাশ্ব বেদনা, কাশ ও শ্বাস থাকিলে—দশমূলী ।

দাহ ও শিরো বেদনা থাকিলে—মুস্তকাণ্ড ।

কাশ, শ্বাস ও হিক্কা যুক্ত জ্বরে—দার্কাদি ।

সন্নিপাত জ্বর—ক্লেণে ক্লেণে দাহ ও শীত, অস্থিসন্ধি ও মস্তকে
বেদনা, চক্ষুঃ অক্ষুপূর্ণ ও আবিল, (ঘোলাটে) রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত,
অথবা কুটিল, কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদন, বিশিষ্ট, কঠ যেন
হাতের শোয়াঘারা আবৃত, তল্লা, মুচ্ছা, প্রলাপ ভাষণ (অসংকল্পিত বাক্য
কথন) কাশ, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অজ্ঞারবৎ কৃষ্ণবর্ণ, গো জিহ্বাবৎ
ধ্বংস্পর্শ, অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা
পিষ্টের অলোদিগরণ, ইত্যন্ততঃ শিরঃশালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানশ, হৃদয়ে
ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে মলমূল ও ঘর্ম্মের অল্প পরিমাণে নির্গমন, দোষ পূর্ণত
হেতু গরীরের কুশল, কঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শ্রাম ও কৃষ্ণবর্ণ কঠোর
বোলভাঙষ্ট স্থানের ঞায় শোথের ও মণ্ডলাকৃতি চির সমূহের উৎপত্তি,
অতি অল্প কখন, মুখ নাশাদি শ্রোতঃসমূহের পাক, উদরে ভারবোধ,

রসপূর্ণ হেতু বাতাদি দোষের অতিঅল্প পরিমাণে, বা অতিবিলম্বে পরিপাক ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

আমাবহ্য—কটু কার্ষাদি ।

কফাধিক্য অবস্থায়—পঞ্চমূলী, কিরাভাদি পিণ্ডুলচূর্ণ সহ ।

পিত্তাধিক্য অবস্থায়—পঞ্চমূলী, কিরাভাদি মধুসহ ।

বাতশ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায়—রুহং পঞ্চমূল ।

বাতপিত্তাধিক্য অবস্থায়—স্বল্প পঞ্চমূল ।

কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, কঠ ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে দশমূল পাচন ব্যবস্থায় ।

কাশ, শ্বাস থাকিলে—দশাঙ্গ ।

দাহ ও কাশ, শ্বাস, হিকা থাকিলে—রুহত্যাди ।

বাত শ্লেষ্মাপ্রধান সন্নিপাত্ত অরে—চতুর্দশাঙ্গ পাচন ।

কাশ, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস, হিকা ও বমি সংযুক্ত বাতশ্লেষ্মাপ্রধান সন্নিপাতে—অষ্টাদশাঙ্গ ।

কাশ, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস, তন্দ্রাবৃক্ত অবস্থায়—শঠ্যাদি ।

তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অকচি, দাহ, মোহ, শ্বাস ইত্যাদি উপদ্রবযুক্ত অবস্থায়—ভূনিষাণ্ডষ্টাদশাঙ্গ ।

পিত্তপ্রধান সন্নিপাতে মত্তাশুভ্র (বাড়ি ধরা) উরোবাত এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও শিরোবেদনা নাশক—মৃত্তকাত্তগণ ।

শূল, কাশ, হিকা, শ্বাস, উদরান্ধান, উরুশুভ্র, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অকচি ও সন্ধিবেদনা দৃষ্ট হইলে ষাট্টিংশাঙ্গ পাচন ।

বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ শুষ্ক কাশ ও স্বরভঙ্গাদি দৃষ্ট হইলে—কটুকলাদি ব্যবস্থায় ।

পিত্ত ও শ্লেষ্মার আধিক্যহেতু হৃৎশূল, দান্ত, পাণ্ডুশূল, উদবাগ্মান (পেটকাঁপা) প্রভৃতি উপদবে—দিশাদি ।

বৃকে ও পার্শ্বে বেদনা অথবা স্ফীতবেদনা, শুষ্ক ককে গলা ভড়াইয়া থাকিলে, তজ্জা, কাশ, শ্বাস, হিকা, পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা দৃষ্ট হইলে—দশমূল পাচন ।

কাশ, শ্বাস, হিকা, শ্বরভঙ্গ, অঙ্গমর্দ ও গায়ে অতি বেদনা থাকিলে—কটুফলাদি ।

কোষ্ঠবদ্ধতা, গায়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, গা জ্বালা, পিপাসা, অস্মিত্তা থাকিলে পিত্তমূলাদি পাচন ।

দান্ত, গাত্রদাহ, বমি ও চক্ষু রক্তাণ হইলে—কিরাতাদি ।

দাহ, দান্ত, গাত্রবেদন, কাশ, শ্বাস, উদবাগ্মান প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে—নাগরাদি ।

শীতাজ্জ সন্নিপাত—রোগীব গাত্র শীতল, কাশ, শ্বাস, হিকা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, বমি, গাত্র বেদনা, শ্বরবিদ্ধ ত হয় ।

তাত্ত্বিক সন্নিপাত—অরবেগ শূন্য বেশী, অত্যধিক তন্দ্রা, অত্যধিক পিপাসা, অতিশয় কাশ, শ্বাস, গাত্র বেদনা, গলদেশে শোথ ও বেদনা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, অহিসার, গাত্রদাহ লক্ষিত হয় ।

বাতশ্লেষ্মাপ্রধান অভিগ্নাস সন্নিপাতে—করগাদি ।

বাতপ্রধান অভিগ্নাস সন্নিপাতে—মাতুলুঙ্গাদি ।

শ্লেষ্মাপ্রধান অভিগ্নাস সন্নিপাতে—দশমূলাদি ।

বাতপিত্ত বা বাতশ্লেষ্মা প্রধান অভিগ্নাস সন্নিপাতে—শৃঙ্গাদি ।

বিষম অন্ন

বাতশ্লেষ্মাধিক্য—শুষ্ঠাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মাধিক্য—পটোলাদি ।

পিভাধিক্য—মধুকাদি ।

শ্লেষ্মাধিক্য—স্বল্পভার্গ্যাদি ।

অন্তর্দাহ, বাহিরে শীত, মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, বক্‌ৎ, গুচ্‌ৎ কিম্বা
শোথযুক্ত অবস্থায়—বৃহৎ ভার্গ্যাদি ।

মস্ত উপদ্রব যুক্ত বহু পুরাতন জীর্ণ বিষম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে
—দাস্তাদি পাচন ব্যবহৃত্ত্বয় ।

দশ বা বারদিন অবিচ্ছিন্নজ্বরে (সম্ভবতঃ জ্ববে) কলিঙ্গাদি একাদিন
অন্তর জ্বর আসিলে নিম্নাতি দুইদিন অস্তর জ্বর আসিলে ও পূর্বে শীত
ও পরে দাহ থাকিলে—চন্দনাদি ।

সকল দাহযুক্ত বিষম জ্বরে—মহোষাদি ।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত ৩ দিন অস্তর জ্বর আসিলে—পটোলাদি ।

পিত্তপ্রধান অবস্থায় ৩ দিন অস্তর জ্বর হইলে—মৃগাদি ।

ককবাতপ্রধান অবস্থায় ৩ দিন অস্তর জ্বর হইলে—বাসাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় ৩ দিন অস্তর জ্বর হইলে—পথ্যাদি ।

পূর্বে শীত ও পরে দাহযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে—
বিভীতকাদি ।

জ্বরাসিসার

(অতিসার দু' রকম—পক ও অপক ।)

বোগীর মল হলে ভাগ করিলে যদি মল দু'বিশা দার এবং দেখিতে

চক্চকে দেখায়, টক গন্ধ বিশিষ্ট হয়, সঞ্জন মলশ্রাব হয়, তবে আমের অপক অবস্থা বুঝিতে হইবে—

জলে মলত্যাগ করিলে সেই মল ভাসিয়া থাকিবে, সাধারণ গন্ধযুক্ত ও চিকণ বস্তু বিহীন মল আমের পক অবস্থায় দৃষ্ট হয় ।

অপক আমযুক্ত অতিসারে—পাঠাদি ।

পক আমযুক্ত অতিসারে—কুটজাদি ।

আমের পরিপাক, জঠরাগ্নির দীপ্তি, পেটের বেদনা থাকিলে—
খাল্তত্ত্বি ।

আমের পক অপক সর্বপ্রকার অতিসারে—নাগরাদি ।

পেটে শূলযুক্ত অপক আমবিশিষ্ট রক্তাতিসারে—হ্রীবেরাদি ।

বমি, অরুচি, পিপাসা ও দাহযুক্ত অরাতিসারে—গুড়ূচাদি ।

অরুযুক্ত রক্তাতিসারে আমের অপক অবস্থায়—উশীরাদি ।

দাহযুক্ত রক্তাতিসারে—বিষাদি ।

দাহ বিহীন রক্তাতিসারে—ছিন্নাদি ।

পকাতিসারে রোগীর শরীর খুব দুর্বল হইলে এবং শীঘ্র দান্ত বদ্ধ করার প্রয়োজন হইলে—বনজলাদি ।

পকাতিসারে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—উৎপলমটক ।

শোথযুক্ত অতিসারে—বৎসকাদি ।

বমি ও অরুচি বিশিষ্ট অতিসারে—পটোলাদি ।

পক আমযুক্ত রক্তাতিসারে—বিষপঞ্চক ।

দাহ, বমি ও পিপাসাযুক্ত অতিসারে—কলিজাদি ।

বমি, শূল, শ্বাস, দারুণ কাশ, দাহ, গাত্র বেদনা, শিরোবেদনা
প্রভৃতি উপসর্গ বিশিষ্ট অতিসারে—পঞ্চমূলদি, বৃহৎ পঞ্চমূলদি ।

অতিসার রোগে

- আমাতিসারে—পথ্যাদি ।
 পিত্তাতিসারে বা রক্তাতিসারে—খাণ্ডচতুষ্ক ।
 বাতাতিসারে, বাতশ্লেষ্মাতিসারে কিম্বা শ্লেষ্মাতিসারে—খাত্তপঞ্চক ।
 অরুচিযুক্ত অতিসারে—নাগরাদি ।
 পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে—পাঠাদি ।
 শ্লেষ্মাতিসারে—বৎসকাদি ।
 বাতশ্লেষ্মাতিসারে—বমান্তাদি ।
 পেটে বেদনা, ভার বোধ, ঠেকিয়া ঠেকিয়া দাস্ত হইলেও অগ্নিমান্দ্য
 যুক্ত আমাতিসারে—কলিঙ্গাদি ।
 বহু বেগ যুক্ত পিত্তাতিসারে—কণ্টকাদি ।
 কফাধিক্য অতিসারে—পিপ্পল্যাদি
 পিত্তাতিসারে—হ্রীবেরাদি ।
 বাতাধিক্যে—পুষ্টিপণ্যাদি ।
 আমযুক্ত বাতাতিসারে—পুতিকাদি ।
 উদরের স্তব্ধতায়ুক্ত বাতাতিসারে—পণ্যাদি ।
 পক বাতাতিসারে—নচাদি ।
 পক পিত্তাতিসারে—মধুকাদি ।
 অপক পিত্তাতিসারে—বিষাদি ।
 দাহযুক্ত অপক পিত্তাতিসারে—কটুফলাদি ।
 দাহযুক্ত পক পিত্তাতিসারে—পাঠাদি ।
 শূল ও দাহযুক্ত পক পিত্তাতিসারে—কিরাতাদি ।
 অপক শ্লেষ্মাতিসারে—পথ্যাদি ।

ক্রিমিজনিত পক শ্লেষ্মাতিসারে—ক্রিমিগত্ৰাদি ।

পক শ্লেষ্মাতিসারে—বিষাদি ।

ক্রিমিজনিত অপক শ্লেষ্মাতিসারে—বচাদি ।

অপক বাতশ্লেষ্মাতিসারে—কুষ্ঠাদি ।

পক বাতশ্লেষ্মাতিসারে—পিপ্পল্যাদি ।

ত্রিদোষাশ্রিত অতিসারে—মলের অবস্থা মাংস ঘোত
জল সঙ্গ অথবা নীল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণাকৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট, পিপাসা, তন্দ্রা, মুখ-
শোণ, ভ্রমযুক্ত অবস্থায় সঙ্গমাদি (অতিসার রোগীর অল্প পাচনে কাজ
না হইলে সঙ্গমাদি নিশ্চয় উপকাব করিবে। ইহা আমার বহুবার
পরীক্ষিত) ।

অর. বমি, শল, শ্বাস, কাশযুক্ত ত্রিদোষাশ্রিত অতিসারে পঞ্চমূলী-
বলাদি ।

মল রক্ত বা পীতবর্ণ, ক্ষেণ যুক্ত, অপক, কৃষ্ণ, দুর্গন্ধ, ঠেকিয়া ঠেকিয়া
মলশ্রাব, মুচ্ছা, গুহদ্বারে বেদনা, দাহ, মলদ্বার পক্ষাৎ ইত্যাদি লক্ষণ
বিশিষ্ট বাতপিত্তাতিসারে—কলিঙ্গাদি ।

মল সাদা বা রক্তাভ, ক্ষেণযুক্ত কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত, শীত, ঘন, অতিকষ্টে
অল্পশ্রাব, শরীরে ভার বোধ, রোমাঞ্চ, অকুচি যুক্ত বাতশ্লেষ্মাতিসারে—
চিহ্নকাদি ।

মল হরিদ্রা বা সাদা কিম্বা হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধ, শ্লেষ্মাযুক্ত শীতল বা
নাড়ী শীতোষ্ণ, তৃষ্ণা, দাহ, রোমাঞ্চ, অকুচি ও মুচ্ছা যুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাতি-
সারে—যুস্তকাদি ।

রক্তাতিসারে—সমঙ্গাদি ।

মন্দাগ্নি, মল গন্ধ যুক্ত বা গন্ধ নিহীন ও বহুবিকৃতি যুক্ত শোকাতি-
সাবে পুষ্টিপণ্যাদি ।

বমনযুক্ত অতিসারে—বিদ্বাদি ।

বমন, জ্বর, মূৰ্ছা, তীব্র পিপাসা যুক্ত অতিসারে বা রক্তাতিসারে—
জঙ্ঘাদি ।

রক্তাতিসারে—কুটজদাড়িষাদি ।

রক্তামাশয়ে—কুটজাদি ।

পিণ্ডাশ্রিত রক্তাতিসারে—খাণ্ডাদি ।

আমাতিসারে (আমাশয়ে বা রক্তামাশয়ে)—বৎসকাদি ।

জ্বরযুক্ত দ্বিবিধ আমাশয়ে—ক্লীবেরাদি ।

পক্কাতিসারে—অহিক্বেণাদি ।

অপক আমাশয়ে বা আমাশয়ের প্রথম অবস্থায়—বিদ্বাদি যোগ ।

পক আমাশবে—পয়সাди যোগ ।

উভয়বিধ আমাশয়ে আমের অপকাবস্থায়—খড়ুযোগ ।

ক্লেয়াশ্রিত আমাশয়ে—গুহবিদ্বাদি যোগ দিতে হয় ।

গ্রহণী রোগ ।

অনেকদিন (শাস্ত্রমতে ১৫ দিনের বেশী) ইহাতে অতিসার ইহয়া

থাকিলে তাহাকে গ্রহণী রোগ বলে ।

আমাবস্থায়—গুষ্ঠাদি ।

আমাবস্থায় অগ্নিদীপ্তির জন্য—ধান্যাদি ।

আম পরিণাকের জন্য—নাগরাদি ।

বাতজ গ্রহণী রোগে—খালিপণ্যাদি ।

পেটে শূলযুক্ত পিত্তজ গ্রহণী রোগে—তিক্তাদি ।

বাতপিত্তজ গ্রহণী রোগে—চতুর্ভঙ্গাদি ।

আম, শূল অথবা কফাশ্রিত গ্রহণীরোগে মল সংগ্রহের জন্ত—
কলিকাদি ।

শূলযুক্ত শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে—অভ্রাদি ।

গ্রহণীরোগ নাশের পর দোষ শাস্তির জন্ত—মরিচাদি ।

অর্শোরোগে ।

অর্শোরোগ এককালে ভাল হওয়া কঠিন । নিম্নলিখিত পাচনে
নাশ্য থাকিবে ।

আমযুক্ত রক্তার্শে—চন্দনাদি ।

কফজ অর্শে—শৃঙ্গরের কাথ ।

অজীর্ণ রোগে ।

আমাজীর্ণে পেটে শূল ও মূত্ররোধ নাশের জন্ত ষাণ্ডনাগর যোগ ।

কফজ অগ্নিমান্দ্যে—নাগরাদি ।

মলবদ্ধ অজীর্ণে—হরীতক্যাদি ।

বাতজ মূত্ররোধ অজীর্ণে—যবশূকাদি ।

জিহ্বা ও কোষ্ঠরোধ, অরুচি যুক্ত কফজ অজীর্ণে আদ্রক লবণ যোগ ।

মলবদ্ধতা ও অর্শ যুক্ত অজীর্ণে—গুড়াদি যোগ ।

বিদগ্ধ পিত্তজ, অজীর্ণে—দ্রাকাদি ।

ক্রিমিরোগে ।

ক্রিমি বাহির করিবার জন্ত—থর্জু ব কাথ ।

ক্রিমিজ অতিসারে—দাড়িম্ব কাথ ।

ক্রিমি উর্জুগামী হইলে বা আমাবস্থায়—স্তাদি ।

ক্রিমি নাশের জন্ত পলাশাদি, পারসীয়াদি যোগ, পারিভদ্রাদি যোগ, অপরু ক্রমুকাদি যোগ ।

ইতস্ততঃ বিক্লিপ্ত ক্রিমিকে একত্রিত করিয়া বাহির করিবার জন্ত ঘণ্টাকর্ণাদি যোগ ।

পাণ্ডুরোগে

বাতজ পাণ্ডুরোগে—ত্রৈকলম্ ।

পিত্তশ্লেষ পাণ্ডুরোগে—ফলত্রিকম্ ।

কফজ পাণ্ডুরোগে—বাসাদি ।

কাশ, উদররোগ বিশিষ্ট (জ্বলাদি দ্বারা পেট বড় হওয়া) শ্বাস, পেটে বা গাত্রে শূল, সর্ব্বাঙ্গে শোধ থাকিলে পুনর্নবাদি ।

আমজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগে—খদিরাদি ।

কামলারোগে

পিত্তজ কামলারোগে—গুড়ুচ্যাদি ।

ক্রিমিজ কামলারোগে—নিশাচূর্ণাদি যোগ ।

ক্রিমিশ্রধান পিত্তজ কামলারোগে—ত্রিকলাদিযোগ ।

পুরাতন কামলায়—কুমারিকা নস্ত্র ।

বাতশ্লেষজ পুরাতন কামলায়—ধাত্রাদি যোগ ।

রক্তপিত্তরোগে

পিত্তশ্লেষাশ্রিত কাশযুক্ত রক্তপিত্তে—বাসক কাথ ।

কফাশ্রিত রক্তপিত্তে—বাসকাদি কাথ ।

অর, তৃষ্ণা ও দাহযুক্ত রক্তপিত্তে—হ্রীবেবাদি ।

কাশ ও শ্বাসযুক্ত রক্তপিত্তে—অটরুযকাদি ।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে—ধাতুকাদি ।

অধোগ রক্তপিত্তে (গিলস্রাবে) কঙ্কফলযোগ, তৃণ পঞ্চমূল কাথ ।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে (গলস্রাবে) পকোড়ুঘরাদি যোগ ও শতাবরী
যোগ ।

নাঁসাশ্রাবে—দ্রাক্ষাশর্করাদি, দাড়িমাди ।

কর্ণশ্রাবে—তৃণপঞ্চমূল কাথ ।

উর্দ্ধাধ রক্তপিত্তে—মৃদীকাদি যোগ ।

যক্ষ্মারোগে

ধাতুকরুজ যক্ষ্মায়—অশ্বগন্ধাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত যক্ষ্মায়—ধাতুকাদি ।

বাতাশ্রিত যক্ষ্মায়—দশমূলাদি ।

মস্তকে পার্শ্বে ও স্কন্ধদেশে বেদনামুক্ত বাতশ্লেষ্মাশ্রিত যক্ষ্মায়—
শতপুষ্পাদি ।

রক্তবমন জনিত ক্ষয়রোগে—অলসক যোগ ।

ক্ষয়রোগীর রক্তবমন বন্ধের জন্য যষ্টিমাকাদি যোগ ।

উরঃক্ষতরোগে

ধাতুকরু জনিত উরঃক্ষতরোগে—বলাদি যোগ ।

কাশরোগে

হৃদয়, কপালের উভয় পার্শ্ব, উদর ও মস্তকে বেদনা, বল, স্বর,
ওজ এবং ধাতুকরু, মুখশ্বাস, স্বরভঙ্গ ও শুষ্ক কাশ ইত্যাদি বাতজ কাশের
লক্ষণ দৃষ্ট হইলে পঞ্চমূলী কাথ ।

বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দাহ, জ্বর, মুখশোথ, মুখতিক্ত, তৃষ্ণা, কটুরস যুক্ত বমন, গাত্রদাহ ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ ইত্যাদি পিত্তজ কাশের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বলাদি ।

পিত্তজ কাশে দাহ অধিক থাকিলে—কটকার্যাদি ।

শ্বাসযুক্ত পিত্তজ কাশে—বাসাদি ।

বুকে বেদনা, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ, সর্বদা গলা ও মুখ কফাক্ত থাকা, অরুচি, গয়ের উঠা বা অল্প পরিমাণে উঠা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত বাতশ্লেষ্মিক কাশে কট্ফলাদি ।

শরীর ভার, মাথাধরা, সর্বদা কণ্ঠে মুখ আবৃত থাকা, অরুচি, ঘন কফ নিঃসৃত হওয়া, কাশিতে কাশিতে বমন হওয়া, গলা চুলকান ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কফজ কাশে পিপ্পলাদি কষায় ।

শ্বাস ও জ্বরযুক্ত কাশে—পঞ্চকোল ।

বুকের ঝড়্‌ঝড়্‌ যুক্ত কফজ কাশে পৌষ্করাদি ।

হিকাস্বাসরোগে

সমন্বাহিকা—মণ্ডক ও গলা কাঁপাইয়া বিলম্বে অথচ এক-কালে দুইটী হিকা নির্গত হওয়া ।

স্কুদ্রিকাহিকা—কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও সন্ধিস্থান হইতে বিলম্বে একটী হিকা প্রবর্তিত হয় ।

পার্শ্বশূল, হৃদোগ-কাশ, শ্বাস ও হিকায়ুক্ত কফবাতজ ব্যাধিতে—রান্নাদি ।

কাশ, শ্বাসযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ রোগে—পর্ণাসপঞ্চক আশু ফলদায়ক ।

পিত্তজ হিকা, শ্বাস কাশে—দশমূলী কাথ ।

হিকা ও বাতশ্লেষ্মিক শ্বাস কাশে—নাগরাদি কাথ ।

প্রবল তমকশ্বাসে—অমৃতাদি ।

কফজ হিকা ও অন্নজ্বা হিকায় এবং শ্বাসরোগে—কুলখাদি

স্বরভেদরোগে

বাতশ্লেষ্মাশ্রিত বা কফজ স্বরভেদে—চব্যাদি পাচন ।

হৃদ্রোগে অর্থাৎ বমনে

পিত্তজ বমনে—শুড় চ্যাদি ।

বাতজ বমনে—জম্বাদি ।

অতিসারযুক্ত পিত্তজ বমনে—আত্মাশ্চ্যাদি ।

তৃষ্ণারোগে

বাতপিত্তজ তৃষ্ণারোগে—কাম্বাদি ।

পিত্তজ তৃষ্ণারোগে—ধাতুক কাথ ।

কফজ তৃষ্ণারোগে—বিষাদি ।

মূর্ছারোগে

পিত্তশ্লেষ্মজ মূর্ছারোগে—মহৌষধাদি ।

বাতপিত্তজ মূর্ছারোগে—হরালভাদি ।

বাতশ্লেষ্মজ মূর্ছারোগে—দ্রাক্ষাদি ।

দাহরোগে

বাতপিত্তজ দাহরোগে—বিভীতকাদি ।

পিত্তজ দাহরোগে—চন্দনাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মজ দাহরোগে—ডুউষর কাথ ।

বাতব্যাধিরোগে

পিত্তাশ্রিত বাতব্যাধির আশ্রয়—ভূতীকাদি ।

শ্লেষ্মাশ্রিত বাতব্যাধির আশ্রয়—পুনর্নবাদি ।

শ্লেষ্মাশ্রিত সার্বজ্ঞিক বাতব্যাধিতে গোক্ষুরাদি ।

অর্দ্ধিত বাতব্যাধিতে—মূত্থের অর্দ্ধভাগ ব্যাকিয়া থাকে ।

পক্ষাঘাত বাতব্যাধিতে—পক্ষাঘাত রোগে কাহারও দেহের উর্দ্ধগত অর্দ্ধভাগ, কাহারও দেহের নিম্নগত অর্দ্ধভাগ, কাহারও বা মাথা হইতে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরের অর্দ্ধভাগ অকর্মণ্য হইয়া যায় ।

বিশ্চী বাতব্যাধিতে—বাহু অকর্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া রহিত হয় । এই তিন অবস্থায় বলাদি ।

পক্ষাঘাতের নূতন অবস্থায়—মাষাদি ।

পিত্তাশ্রিত বাতব্যাধি কিষা জজ্বা, উরু, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ শূলদ্বারা প্রদীড়িত হইলে বা বেদনা ও অঙ্গমর্দ থাকিলে রাসাদি ।

গুণ্ডসী বাতব্যাধিতে—প্রথমে পাছা ও ক্রমে ক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জাহ্নু জজ্বা ও পাদদেশ শুষ্কতা, বেদনা, স্থচীভেদবৎ ও কম্প হয় । এই অবস্থায় শেফালিকা কাথ ।

গুণ্ডসী, থল ও পঙ্গুরোগে—দশমূলবলাদি ।

অধিক শুক্রক্ষয় বা রসরক্তাদিক্ষ কিষা উপবাসাদি দ্বারা স্নায়ুঃ প্রভৃতি রুক্ষ হইয়া শরীরের স্নেহ অর্থাৎ তৈলাক্ত অংশ ক্ষয়িত হইলে মত্তা অর্থাৎ গ্রীবার উভয় পার্শ্বস্থ রসরক্তবাহী শিরাদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সেইজন্য ঘাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে না । তাহাকে মত্তাস্তম্ব বলে ।

অতি প্রবৃত্ত বায়ু শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া কর্ণমূলে বেদনা উৎপন্ন করিলে কিষা পিত্তকে আশ্রয় করিয়া কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ হইলে

তাণাকে কর্ণস্তম্ভ ও কর্ণনাদ বাতব্যাধি বলে। এই উভয় প্রকার ও মস্তান্তম্ভ প্রভৃতি উৰ্দ্ধস্থানগত বাতব্য্যাধিতে মাংসবাদি।

রসের আধিক্যহেতু অথবা স্নেহের শুষ্কতা হেতু শরীরের উৰ্দ্ধগত স্থানে বাতব্য্যাধি পরিলক্ষিত হইলে পঞ্চমূলী বা দশমূলী ব্যবস্থ্যেয়।

উভয় বাহু বা হস্তগত কিম্বা উভয় পার্শ্বগত কফবাতজ বাতব্য্যাধিতে, বিশ্বটী নামক বাতব্য্যাধিতে ও স্বল্পদেশস্থ কুপিত বায়ু স্বন্ধের বন্ধনরূপ স্নেহাবাহিনী বিল্লিকে শুষ্ক করিয়া বাহুমূলে শোষ উৎপাদন করে এবং সেই স্থানের শিরাসমূহ আকৃষ্ট হইলে অববাহক বাতব্য্যাধি নামে অভিহিত হয়, এই সমুদয় অস্থায় দশমূল্যাদি সন্ধ্যঃফলপ্রদ।

গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ বাত ব্যাধিতে—ত্রিফলা কাথ।

গৃধ্রসী হেতু বস্তি ও কুঁচকো দেশস্থিত বাত (আগান বায়ুর ক্রিয়া) কর্তৃক স্বস্থান ভ্রষ্ট কুপিত পিত্ত বাস্তি ও কুঁচকী স্থানস্থিত কফকে শুষ্ক করিয়া শূল উৎপন্ন করে। ঐ শূল দার্ষকাল-বাপী হইলে এরণ্ডমূলাদি। ইহা এই রোগের নূতন পুরাতন সর্বাবস্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অপতানক বাত ব্যাধিতে—দৃষ্টশক্তি নাশ, সংজ্ঞা লোপ, কণ্ঠদেশে অব্যক্ত শব্দ হয়।

দণ্ডাপতানক বাতব্য্যাধিতে—দেহ দণ্ডের ত্রায় শুষ্ক অর্থাৎ দেহ আকৃষ্ণগাদি ক্রিয়া রহিত হয়। এই দুই অবস্থায় ও কফ বাতজ বাত ব্যাধিতে স্বল্প রাস্নাদি।

পিত্তাপ্রিত বাতব্য্যাধিতে (অর্থাৎ বিন্-বিনে বাতব্য্যাধিতে) দশমূলী।

রসাদি ক্ষয়জ বাত ব্যাধিতে—বাজিগন্ধাদি।

গৃধ্রসী অতি পুরাতন হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং সর্বপ্রকার কফ বাতজ বাত ব্যাধিতে—সিংহাস্তাদি পাচন ব্যবস্থ্যেয়।

বাতরক্ত ।

বাতরক্ত—দূষিত বায়ু ও রক্ত দেহের বিবর্ণতা, গায়ে চাকা দাগ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ এবং রক্তবর্ণশোধ আনয়ন করে। এই রোগ প্রথমতঃ পাদমূল হইতে আরম্ভ হয়। কচিং হাতেও দেখা যায়। বিরুদ্ধপান, আহার কিম্বা একবার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে পুনরায় আহার করিলে ইত্যাদি কারণে শরীরের বায়ু পিত্ত কুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে এবং সেই হেতু রক্ত দূষিত হয়। ঐ রক্ত শরীরস্থ দূষিত বায়ুর সহিত একত্র হইয়া এই ক্ষুদারূপ বাতরক্ত রোগ আনয়ন করে।

বাতরক্ত রোগের প্রথম অবস্থাতে দোষের পরিপাক নিমিত্ত—
পটোল্যাদি।

রসের পরিপাক কুষ্ঠ ও আমবাত প্রশমক—অমৃত্যাদি।

সর্বাঙ্গ গত বাতরক্তে—বালাদি।

দাহ যুক্ত বাতরক্তে—পটোল্যাদি।

পিত্তাশ্রিত বাতরক্তে—খাত্র্যাদি।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত বাতরক্তে—জিহ্বাতি।

ক্ষয়জ বাতরক্তে—ষোগদ্বয়।

সর্ববিধ বাতরক্তে—গুড়ুচী কাথ।

জাহ্নু হইতে উর্দ্ধভাগ গত ক্ষুতিত বাতরক্তে—গন্ধর্বহস্তাদি।

উরুস্তম্ভ রোগে।

উরুস্তম্ভ—কুপিত বায়ু দূষিত মেদও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আম রসযুক্ত অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে আশ্রয়

করিলে স্তিমিত (গতিশক্তি রহিত) করে এবং স্নেহা দ্বারা অস্থির আভ্যন্তরীণ শ্রোত সমূহকে পূর্ণ করিয়া উহাকে শুষ্ক, শীতল, নিষ্কর, অত্যন্ত ভার এবং বেদনা যুক্ত করে ও উরুর সমস্ত ক্রিয়া রহিত হয় বলিয়া তাহাকে উরুশুল্ক কহে । অনেক সময় তাহা আপন অঙ্গ নহে, এতাদৃশ ধারণা হয় ।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত উরুশুল্কে—ভল্লাতকাদি ।

স্নেহাশ্রিত উরুশুল্কে—পিপ্পল্যাদি ।

বাতাশ্রিত উরুশুল্কে, আমবাত, কফবিকারে, বাতিকশূল রোগে, এবং দণ্ডক নাশক বাত ব্যাধিতে—রাস্নাদি ।

কফবাতজ উরুশুল্কে সহিত প্লীহা যকৃতের দোষ এবং শুক্রক্লীণতা হইলে—ত্রিফলাদি ।

আমবাত রোগে ।

আমবাত—আম অর্থাৎ অপক আহার্য্য রস বায়ু কর্তৃক আমাশয় ও সন্ধ্যাদি কফ স্থানে নীত হইয়া হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্ক (পায়ের গাঁট) ত্রিক (বস্ত্রি অর্থাৎ কটীর নিম্নভাগ) জাহু (পায়ের গাঁটের নিম্নভাগ) ও সন্ধি স্থানে বেদনা যুক্ত শোথ উৎপাদন করে এবং তত্তৎ স্থানে বৃশ্চিক দংশনবৎ অত্যন্ত যাতনা আনয়ন করে । তাহারই নাম আমবাত । অথবা অনেক সময় উপদংশ (গম্ভী) ও অশোধিত পারা সেবন দ্বারা আমবাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । ইহাকে প্রচলিত কথায় গাঁটবাত বা রসবাত বলে ।

ইহার নূতন অবস্থায় পিত্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হইলে রস পরিপাক ও দোষ সংশোধনের জন্ম—শঠ্যাদি ।

দুষিত রস কমাইবার জন্য কিম্বা রস পরিপাকের জন্য—পুনর্নবা
কাথ ।

রস সংশোধিত অবস্থাতে ও কোষ্ঠ কাঠিগ্র লক্ষিত হইলে—রাস্না
দশমূল ।

অস্থি, সন্ধি ও মজ্জাগত আমবাতে—রাস্নাপঞ্চক ।

কোষ্ঠকাঠিগ্র যুক্ত পিত্তালিত আমবাতে রাস্নাসপ্তক ।

জন্বা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশে শূলযুক্ত আমবাতে রাস্নাসপ্তক ।

কফ প্রধান রোগীর আমবাতে—রসোনাদি ।

কোমর, তলপেট ও কিটুনীতে শূলযুক্ত আমবাতে—ভেদক যোগদ্বয় ।

দোষ পরিপাকে ও কটীশূল নাশক—গুণ্ঠায়াদি ।

রসসংহরণার্থ এরণ্ডাদি, শত পুষ্পাদি ।

কফ প্রধান ব্যক্তির প্লীহা দোষযুক্ত কিম্বা কাশ যুক্ত আমবাতে—
পিল্লয়াদি ।

রসাদি সর্ব্বদাত্ত গত আমবাতে, পারদ দোষ গত, উপদংশোৎপন্ন
আমবাতে, বাত ব্যাধিতে, উরুস্তম্ভ, বাতজ্জ অর্শঃ ; বাতজ্জ গুল্ম, বাত
প্রধান হ্রস্বোগ এবং বাত প্রধান সর্ব্বরোগে—মহারাস্নাদি ।

শূলরোগে

বাতজ্জ শূলে—প্রস্ত্রাব সম্বন্ধীয় দোষ থাকিলে—বলাদি ।

বাতজ্জ শূল ও বাতজ্জ গুল্মে যবকাথ ।

পেট ফাঁপা যুক্ত বাতজ্জ শূলে—বিষাদি ।

কাফজ সর্ব্বপ্রকার শূলরোগে—এরণ্ডমূলকাথ ।

বায়ু প্রধান গুরু কাশ যুক্ত ও শ্বাস যুক্ত শূলরোগে—দশমূল কাথ ।

সর্ব্ববিধ অস্থিশূলে—এরণ্ড সপ্তক ।

এই রোগের পরিণতাবস্থায়—এরও দ্বাদশক ।

গ্ৰীহা যক্ৰং যুক্ত শূলে—মাতুলুঙ্গ কাথ ।

গুন্মরোগ ।

গুন্মরোগ—উর্দ্ধে হৃদয় এবং অধোদিকে বস্তু, ইহার মধ্যে যে কোন স্থানে চলনশীল বা অচল কদাচিৎ বা অপুষ্ট যে গোলাকাব গ্রন্থি জন্মে, তাহাকে গুন্ম বলে । ঋতু শোণিত জনিত গুন্ম কেবল স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে ।

জ্বর যুক্ত বাতজ গুন্মরোগে—বচাদি ।

কফজ গুন্মে—পঞ্চমূল্যাদি ।

বাতজ গুন্মে কিম্বা কেবল পিত্তজ গুন্মে এবং আনানহ (পেট কাঁপা) উদর (কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত বা মুত্ররোধ অথবা অধিক জলীয় দ্রব্য সেবন দ্বারা উদরের স্ফীতি) শূল, অর্শঃ, শ্বাস ও কাশ যুক্ত গুন্মরোগে বচাদি চূর্ণ । ইহা দ্বারা সন্নিপাতজ গুন্ম রোগেরও শাস্তি হয় ।

রক্তজ গুন্মে এবং বাধক রোগ জনিত জরায়ুর শক্তিব্রাস হইলে—
তিল কাথ ।

রক্তজ গুন্মে—শড়াহাদি যুক্ত তিল কাথ ।

কফজ গুন্মে—যমানাদি ।

হৃদ্রোগ ।

হৃদ্রোগ—রূপিত বাতাদি দোষ ত্রয় হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করতঃ নানারূপ বেদনা উপস্থিত করে, তাহাকে হৃদ্রোগ কহে ।

বাতিক ও বাতশ্লেষ্মিক হৃদ্রোগে—নাগর কাথ ।

শ্বাস, কাশযুক্ত হ্রদ্রোগে, গুন্ড বা শূলরোগ যুক্ত হ্রদ্রোগে অথবা
বাতপিত্তজ হ্রদ্রোগে—দশমূলী অমৃতোপম, ইহাতে নিঃস্নেহ ।
দ্বিদোষজ কিম্বা ত্রিদোষজ হ্রদ্রোগে—যবকাথ ।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ—বাতাদি পৃথক পৃথক দোষ অথবা মিলিত
ত্রিদোষ স্ব স্ব প্রকোপন হেতু দ্বারা কুপিত হইয়া বস্তিদেবে উপস্থিত
হয় এবং মূত্র নালিকাকে প্রদীড়িত করতঃ অতিকষ্টে মূত্র নির্গমন করিয়া
থাকে । তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে ।

বাতজ সশূল মূত্রকৃচ্ছ্র—অমৃতাদি ।

পিত্তজ বা বাত পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র—শতাবর্যাদি ।

দাহ, বেদনা ও মূত্র বিনষ্টতা যুক্ত, বাত পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র—
হরীতক্যাদি ।

শ্লেষ্মজ মূত্রকৃচ্ছ্র—বৃহত্যাди ।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র—সপ্তচ্ছাদি ।

আসন্ন মৃত্যু মূত্রকৃচ্ছ্র রোগী অথবা অশ্মরী রোগীর (লক্ষণ পরে
বলা হইবে) পক্ষে ত্রিকটকাদি পাচন আশু ফলদায়ক ।

অত্যধিক শুক্রক্ষয় জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র—অতিবলাদি কাথ ।

সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র—যবাদি ।

ককজ মূত্রকৃচ্ছ্র স্বদংষ্ট্রাদি ।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র গোমূত্র কাথ ।

শুক্রক্ষয়জ মূত্রকৃচ্ছ্র ধাত্রাদি ।

বাতপিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বৃংখাত্রাদি ।

পিত্তজ, বাতপিত্তজ ও শুক্রক্ষয় জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র ত্রিফলাদি কাথ

এই সঙ্গে রক্তপিত্তের দোষ থাকিলে এই পাচন নিঃসন্দেহে কাজ করিবে ।

মূত্রাঘাত রোগ

মূত্রাঘাত রোগ—মূত্রাদির বেগ ধারণ ও রুদ্ধ ভোজনাদি দ্বারা বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রকৃষ্ণ ও মূত্রাঘাত রোগে ভেদ এই—মূত্রকৃষ্ণে মূত্র নির্গমনকালে বাতনা অধিক হয়। কিন্তু বিবদ্ধতা কম। মূত্রাঘাতে বিবদ্ধতা অধিক যন্ত্রণা কম।

পিত্তজ মূত্রাঘাতে—নলাদি পাচন ।

বাতজ মূত্রাঘাতে—গোধাবতী কাথ ।

শুক্রক্ষয়জ কিম্বা শুক্র ও মলমূত্রাদির বেগরোধক অথবা কফজ মূত্রাঘাতে—গোকুর কাথ ।

কফজ বা কফবাতজ মূত্রাঘাতে—ত্রিফলাদি ।

অশ্মরীরোগ

অশ্মরীরোগ—মূত্রে ছাগগন্ধ, বস্তি স্থান ক্ষীত, নাভি ও লিঙ্গদেশে বেদনা, বেগ দিয়া মূত্রত্যাগকালে বেদনা, পাথর (শুক্ররোধ রোধ হেতু সঞ্চিত শুক্র প্রস্ফুটন হইয়া যায়) চলাচলে মূত্রনালী ক্ষত হয় বলিয়া রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গম হয় এবং পাথর সরিয়া গেলে সহজে মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে ।

বাতজ অশ্মরীরোগে—বরুণাদি, যোগদ্বয় ।

বাতপিত্তাপ্রিত নূতন অশ্মরীরোগে—নাগরাদি ।

বাত কফজ ও মলমূত্রাদির বেগধারণ জনিত অশ্মরীরোগে—ঋদংষ্ট্রাদি ।

কফ বাতজ পুরাতন অশ্মরীরোগে—শুষ্ঠ্যাদি ।

ত্রিদোষজ অশ্মরীরোগে—বীরতর্কাদিগণ ।

অশ্মরী বাহির করিবার জন্ত—বরুণাদি কাথ প্রশস্ত ।

সর্বপ্রকার অশ্মরীরোগে—পাষাণভেজাদি কাথ ।

প্রমেহরোগে

বাতজ মেহ ৪ প্রকার

বসামেহ—চর্ম্মির হ্রায় প্রশাব হয় ।

মজ্জামেহ—মজ্জামিশ্রিত প্রশাব হয় ।

স্কোদ্রমেহ—মূত্র কষায় মধুর রসবিশিষ্ট, ক্রুদ্ধ, প্রশাব করিবার পর ঐ স্থানে পিপীলিকা উপস্থিত হয় ।

হস্তীমেহ—প্রশাব বারে ও পরিমাণে অধিক হয় ।

(বাতজমেহ প্রায়ই দূর্শচিকিৎস ব্যাধি)

এই ৪ প্রকার মেহেই—ফলত্রিকাদি ।

কফজমেহ ১০ প্রকার—

উদকমেহ—প্রশাব জলের হ্রায় বর্ণ ও আশ্বাদ বিহীন, বারে ও পরিমাণে অধিক হয় এবং বারংবার প্রশাব করিতে ইচ্ছা হয় ।

ইক্ষুমেহ—প্রশাব ইক্ষুরস সদৃশ মধুরাশ্বাদ বিশিষ্ট ।

সান্দ্রমেহ—প্রশাব বাসী হইলে ঘনীভূত হয় ।

সুরামেহ—মূত্র (মত্ত) সদৃশ উপরিভাগ স্বচ্ছ ও নিম্নভাগ ঘন হয় ।

শিষ্ঠমেহ—প্রশাব পিটুলী গোলা জলের হ্রায় শ্বেতবর্ণ ও মূত্রকালে রোগী রোগাক্ষ হয় ।

শুক্রমেহ—প্রশাবের সহিত শুক্র নির্গত হয় ।

সিকতামেহ—প্রস্রাবের নীচে বালুকা সদৃশ দানাদার এক-প্রকার বস্তু জমিয়া থাকে ।

শীতমেহ—মূত্র মধুরাস্বাদ ও পরিমাণে অধিক হয় ।

শট্টমেহ—প্রস্রাব বার বার হয়, কিন্তু পরিমাণে অধিক হয় না ।

লোলামেহ—প্রস্রাব লালাবৎ লসিকা নামক বস্তু মিশ্রিত ও পিচ্ছিল হয় ।

এই ১০ প্রকার কফজ মেহে—পরিজাতাদি ।

হরীতকাদি ১০ প্রকার যোগের মধ্যে যথাক্রমে কফজ এই দশ প্রকার মেহে উপকার হইয়া থাকে । যথা ঈক্ষুমেহে পাঠাদি, সাক্ষমেহে হরিদ্রাদি ইত্যাদি ।

শুক্রেমেহ—দুর্গন্ধাদি ।

সিকতা নেহে—ত্রিফলাদি ।

কফ পিত্তজ মেহে—দার্ক্যাদি ।

পিত্তজ মেহ ৬ প্রকার ।

ক্ষার মেহ—প্রস্রাব ক্ষার জল সদৃশ, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শ বিশিষ্ট ।

নীলমেহ—প্রস্রাব নীল বর্ণ ।

কাল মেহ—প্রস্রাব কাল রংয়ের ।

হরিদ্রা মেহ—প্রস্রাব হরিদ্রা বর্ণের, কটুর রস ও প্রস্রাব কালে জ্বালা বোধ হয় ।

মঞ্জিষ্ঠা মেহ—প্রস্রাব লাল বর্ণ ও অস্থবৎ গন্ধ বিশিষ্ট ।

ব্রহ্ম মেহ—প্রস্রাব লাল বর্ণ, আম গন্ধ যুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ বিশিষ্ট হয় । এষ্ট রোগীকে ক্কাথ পক্ষকের যে কোন একটি ব্যবহার করান বাইতে পারে ।

এই ৬ প্রকার মেহে দশমূল কাথ ব্যবহার্য্য ।

পিত্তজ মেহে—যোগ চতুষ্টয় ।

বসামেহে—কদরাদি ।

হস্তী মেহে—পাঠাদি ।

শৈল্পিক মেহে—কাথদ্বয় ।

সোমরোগে ।

সোমরোগ—প্রস্রাব নিম্নল, শ্বেত বর্ণ, গন্ধবিহীন বিশেষতঃ প্রস্রাব অধিক হওয়ার দরুণ শরীর দুর্বল, সর্বাঙ্গ শিথিল, নানাবিধ ক্ষয়রোগ দৃষ্ট হয়। ইহাকে মূত্রাতিসার বা বহুমূত্র রোগ বলে ।

ত্রিফলাদি যোগ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে শুভকারক ।

প্রমেহ পিড়কা রোগ ।

পিড়কা—প্রমেহ রোগ অধিক দিন অচিকিৎসিত থাকিলে তরারোগ্য প্রমেহ পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং তাহাও অধিক দিনের হইলে উপদংশ বা কুষ্ঠে পরিণত হইয়া থাকে ।

এই দশ প্রকার পিড়কা রোগীর রক্ত পরিষ্কার করিতে অনন্তাদি পাচন উপকারী ।

প্রা়তন পিড়কার শরীর ক্ষয়িত হইতে আরম্ভ হইলে মুগদপণ্যাদি ভাল কাজ করে ।

মেদোরোগ ।

মেদোরোগ—মেদো ধাতুর বৃদ্ধি বশতঃ মাহুষ স্থলাকার ও সর্বকার্য্যে অকর্ম্মণ্য হয় । নিদ্রাধিক্য, তৃষ্ণা, মূর্ছা, ক্ষুদ্র ঋস, মোহ, স্বপ্ন,

ক্ষুধানাশ, দুর্বল, মৈথুন শক্তিহীন, শরীর হইতে গন্ধ, উদর ও পশ্চাভাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদো রোগীর আহার অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

পিত্তজ মেদোরোগে—ত্রিফলাদি কাথ।

উদর রোগ।

বাতোদর—উদরের শিরা সকল স্থল, কৃষ্ণবর্ণ, হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষি (তলপেটে) শোথ, পার্শ্ব, উদর, কটী, পৃষ্ঠ ও গাঁটে বেদনা, শুষ্ক কাশ, অঙ্গ মর্দ, কঠিন মল, ত্বগাদি শ্রাব বা অরুণ বর্ণ, দেহের অধোভাগ ভারি, উদর মুষিকের উদরবৎ স্ফীত, হাস ও বৃদ্ধি হয়।

কফজ—কাশ, শ্বাস, বমন, নিদ্রা, শোথ, সর্বাঙ্গ ভার, উদর কঠিন ও ভারি, ত্বক্, চিকণ, নেত্র, মল, মুত্র স্বেত বর্ণ, স্পর্শে শীতল, দীর্ঘকালে বৃদ্ধি হয়।

শ্লীহোদর—মৃদুজ্বর, বলক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, রক্তরতা, ক্রমশঃ শ্লীহা বৃদ্ধি হয়।

সন্নিপাতজ—শরীর ক্লশ, পাণ্ডু বর্ণ, অতি পিপাসা, মুচ্ছা, শীত, প্রথর সমীরণ, বড়-বৃষ্টি ও মেঘোদয়ে অত্যন্ত দাহ এবং বস্ত্রণা হয়।

বক্ষ ওদোদর—মল শুষ্ক হইয়া যায়, হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্তী স্থান বৃদ্ধি হয়।

জলোদর—মুষিকের উদরবৎ জলপূর্ণ, বৃহৎ উদর নাভিস্থলে বেদনা, কম্প হয়।

বাতজ—শতমূলী কাথ।

পিত্তজ—পুণর্ণবাদি।

কফজ—হরীতক্যাদি ।

প্লীহাদর—শিগ্রু কাথ ।

সান্নিপাতজ দশমুলাদি ।

বদ্ধ শুদোদরে—পুনর্ণবাষ্টক ।

জলোদর—দশমুলাদি ।

সর্বপ্রকার উদরে—পুনর্ণবাষ্টক পাচন ।

শোথ রোগ ।

শোথ রোগ—

বাতজ—শোথের চলাচল, কখন আছে কখনও নাই, টিপিলে বসিয়া যায়, শোথের উপরের চামড়া পাতলা, কর্কশ, অরুণ, বা কৃষ্ণবর্ণ, ঘর্ষ্য যুক্ত, স্পর্শ শক্তি বিহীন, সর্বদা ঝিন্ ঝিন্ বেদনা, দিনে বেশী ও রাত্রে হ্রাস পায় ।

পিত্তজ—কোমল, গন্ধযুক্ত, রক্ত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ, দাহ, উষ্ণ, বহুগাণায়ক ও পক হয় । ইহাতে রোগীর পিপাসা, ভ্রম, ঘর্ষ্য, মত্ততা, জ্বর ও চক্ৰবর্ত্ত রক্তবর্ণ হয় ।

কফজ—শুষ্ক, অচল, পাণ্ডুবর্ণ হয় । ইহাতে রোগীর অরুচি, মুখ ইহাতে জল শ্রাব, নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য, টিপিলে বসিয়া যায়, রাত্রে বেশী দিনে কম হয় ।

বাত কফজ—উভয় বিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

সান্নিপাতজ—বায়ু পিত্ত কফ তিনেরই লক্ষণ এক সঙ্গে লক্ষিত হয় ।

বিষজ—কোমল, অত্যন্ত দাহ, বহুগাণায়ক এবং অধোভাগে গমন করে ।

আগন্তুজ—উষ্ণায়ুক্ত, লালবর্ণ, ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণশীল, পিত্ত-
শোথের লক্ষণ যুক্ত হয় ।

বাতজ—শুষ্ঠাদি, যোগদ্বয় ।

পিত্তজ—পটোলদে, পুশ্পিণ্যাদি ।

কফজ—পথ্যাди, পুনর্নবাди ।

বাত কফজ—ফলত্রিকাди ।

সন্নিপাতজ—অভয়াди ।

আগন্তুজ—সিংহাস্তানি ।

পিত্তজ সর্বাঙ্গিক শোথে—পুনর্নবা কাথ ।

বৃদ্ধিরোগে ।

কফজ—শীতল, ভার যুক্ত, কঠিন, চিকণ, সর্বদা চুলকায়, অন্ন
বেদনা যুক্ত হয় ।

বাতজ—অন্ন বেদনা, ক্রম্ব ও চর্ম্মপুটকবৎ আকৃতি বিশিষ্ট ।

কুঁচকী—দোব কুপিত হইয়া বজ্রন সন্ধিতে (কুঁচকীতে) দাহ,
জ্বর, বেদনায়ুক্ত শোথ আনয়ন করে ।

কফজ—ত্রিকটাদি, দেবদারু কাথ ।

বাতজ—ত্রিফলা কাথ ।

বাত শ্লেষ্মিক—ত্রিফলা কাথ ।

ব্রণ ও কুঁচকী—হরতক্যাди ।

বিদ্রুধি রোগে ।

বিদ্রুধি দ্বিবিধ—অন্তর্বিদ্রুধি ও বহির্বিদ্রুধি ।

অন্তর্বিদ্রুধি—শুষ্ক, বস্তি, নাভি, কুক্ষি, পার্শ্ব, কুঁচকী, যকৃৎ,
হৃদয় ও পিপাসা স্থানে উৎপন্ন হয় ।

পৃথক পৃথক লক্ষণ ।

বস্তিতে—মূত্ররুদ্ধ ও সামান্য মূত্র ত্যাগ হয় ।

নাভিতে—হিকা, পেটে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ হয় ।

কুক্ষিতে—বায়ুর প্রকোপ ও পেট ফাঁপা ।

কুঁচকীতে—কটী প পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা ।

পার্শ্বদেশে—পার্শ্বসংকোচ ।

গ্রীহায়—শ্বাসরোধ ।

হৃদয়ে—সর্বাস্থে তীব্র বেদনা অতিসার ও কাশ হয় ।

বকুতে—হিকা, শ্বাস ।

পিপাসা স্থানে—বারংবার পিপাসা হয় ।

অন্তর্বিদ্রবির মধ্যে গ্রীহা, বকুৎ, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয়, কুঁচকী স্থানের বিদ্রবি পাকিয়া গেলে মুখ দিয়া পূঁদ বাহির হয় । এই সমুদয় সত্ত্বঃ প্রাণ নাশক ।

অন্তর্বিদ্রবিতে—পুনর্নব্বাদি কাকু, বকণাদিগণ ক্কাথ ।

কফজ—ত্রিফলাদি ।

বিদ্রবির অপক্কাবস্থায়—শ্বেত পুনর্নব্বাদি ।

নাতজ অন্তর্বিদ্রবিতে—শোভাজন ক্কাথ ।

ত্রণ শোথ ।

পিত্তজ ত্রণশোথে—ত্রিফলা ক্কাথ ।

উপদংশ রোগে ।

উপদংশ ৫ প্রকার । অবস্থা বিশেষে পটোলাদি পাচন উপকারক হইয়া থাকে ।

শিত্তজ রক্তবর্ণ, পূঁষ, ক্ষেদ, দাহ, শ্রাবযুক্ত ফোটক বেষ্টিত হয় ।

পিত্ত স্লেষ্মাজ চিকণ, কণ্ডুযুক্ত, শীতল বা উষ্ণ, ক্ষেদ শ্রাব যুক্ত, ছোট ছোট ফোটক বিশিষ্ট হয় ।

সন্নিপাতজ—এই রোগে দোষত্রয়ের মিলিত অবস্থা দৃষ্ট হয় ।

কুষ্ঠ রোগের সপ্তধাতুগত বিভিন্ন লক্ষণ বলা যাইতেছে ।

রসগত—অঙ্গের নিবণতা, রুদ্ধতা, স্পর্শ শক্তিহীন, রোমাঞ্চ, বর্ষযুক্ত হয় ।

রক্তগত—কুষ্ঠে অধিক পরিমাণে পূঁষ সঞ্চিত হয় ।

মাংসগত—পুষ্টি, কর্কশ, মুগ্ধশেষ, ফোটক যুক্ত পিড়কা, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় ।

মেদোগত ক্ষত বিস্তার, জ্বর শক্তির নাশ, হস্তক্ষয়, অঙ্গের বক্রতা, রসস্থ কুষ্ঠের লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

অস্থিগত নানাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণ, স্বরভঙ্গ, ক্ষতে ক্রিমি উৎপন্ন হয় ।

মজ্জাগত অস্থিগত কুষ্ঠের লক্ষণ দৃষ্ট হয় । পরন্তু ভয়ানক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় । এমন কি রোগীর নিকট লোক যাইতে পারে না ।

ক্রমোগত—রোগীর সত্ত্বঃ মৃত্যু হয় ।

এই সপ্ত ধাতুর মধ্যে মজ্জা ও শুক্রগত কুষ্ঠ প্রাণ সংহারক । অতএব তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না । অত্যাশ্র অবস্থায় নবকষায় নামক পাচন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ।

বাতজ—নীল বা অরুণ বর্ণ, ক্রম্ব, বেদনা যুক্ত ও খর স্পর্শ হয় । এই অবস্থায় পঞ্চকষায় প্রযোজ্য ।

একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠে—স্বল্প মঞ্জিষ্ঠাদি ।

কণ্ডুযুক্ত মণ্ডল কুষ্ঠে—মধ্য মঞ্জিষ্ঠাদি ।

ত্রয়োদশ প্রকার মহাকুষ্ঠে—বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ।

খিত্র ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠে—বিভীতকাদি কাথ ।

খিত্রে—ধাত্রী খদির কাথ ।

শীতপিত্তরোগে

শীতপিত্ত—কফ ও প্রদ্রষ্ট বায়ু বিদগ্ধ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া রস, রক্তে, চর্মে শোথ, কণ্ডু, বাতনা, জ্বর, বমি, দাহ, বোলভার দংশন তুল্য রক্তবর্ণ ঢাকা ঢাকা হুলা হয় । এই অবস্থায়—অমৃতাদি ।

অম্লপিত্তরোগে

নূতন অবস্থায়—যবাদি ।

বমিযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মিক অম্লপিত্তে—শৃঙ্গবের পটোল কাথ প্রযোজ্য ।

শূলযুক্ত কফাপ্রিত অম্লপিত্তে—পটোলাদি ১ম প্রকার ।

বাতানুযুক্ত শূলযুক্ত অম্লপিত্তে—পটোলাদি ২য় প্রকার ।

কফপিত্তজ্ব অম্লপিত্তে—অমৃতাদি পাচন ।

বমিযুক্ত বাতপিত্তজ্ব—বাসাদি ।

বমি ও অরুচিযুক্ত কফপিত্তজ্ব—যবাদি কাথ ।

জ্বর ও বমিযুক্ত বাতপিত্তজ্ব—ফলত্রিকাদি ।

দাহ, শূল, জ্বর ও বমি বিশিষ্ট পিত্তশ্লেষ্মজ্ব—যোগদ্বয় ।

শ্বাস, কাশ, জ্বর, বমিযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্ব—সিংহাস্তাদি ।

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে

কটু, উষ্ণ, লবণাদি দ্রব্য সর্বদা ভক্ষণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত

হইয়া বিসর্প রোগ জন্মায় এবং কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, ক্লৃষ্ণ অপক্ দ্রব্য ভোজন, রৌদ্র সেবন, ঋতুবিপর্যায় কারণে পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া অগ্নিদগ্ধের স্থায় শরীরে ক্ষোটক উৎপাদন করে এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে তাহাকে বিক্ষোটক যোগ কহে ।

বাতজ—বাতজরের স্থায় মস্তকে, হৃদয়ে, গাত্রে ও উদরে শোথ এবং বেদনা, রোমাঞ্চ, শ্রান্তিবোধ ও স্ফূর্তিবিক্রবৎ বেদনা হয় ।

পিত্তজ—ক্ষোটক লালবর্ণ, শীঘ্র বিস্তৃত হয়, পিত্তজরের লক্ষণ দৃষ্ট হয় । দাহ, জ্বর, মুখশোষ, পিপাসা, বমন আদি পরিলক্ষিত হয় ।

পিত্তশ্লেষ্মাজ—কণ্ডুযুক্ত, অরুণ বর্ণ, চিকণ ক্ষোটক বিশিষ্ট ও পিত্তজরের লক্ষণযুক্ত হয় ।

বাতজ—যোগদ্বয় ।

পিত্তজ—ভূমিস্বাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মাজ—পটোলাদি ।

বিষদোষজ পুরাতন বিসর্প, পিত্তশ্লেষ্মাজ জ্বর লক্ষণযুক্ত বিক্ষোটকে—পটোলাদি পাচন ।

পিত্তশ্লেষ্মিক বিক্ষোট—ত্রিফলা ঙ্গা ।

বাতপিত্তজ বিক্ষোট—চরালভাদি

পিত্তজ বিক্ষোট জ্বর থাকিলে মসূরিকা রোগেও পটোলাদি পাচন ব্যবস্থায় ।

মসূরিকা রোগ

মসূরিকা রোগের প্রথম অবস্থায়—কণ্টাকুস্তাকাদি কাথ ।

দান্ত অধিক হইলে—পটোলাদি ।

মসূরিকা পাকিয়া গেলে—পটোলাদি (প্রকারান্তর)

পাচন ও তাহার ব্যবহার শিক্ষা ।

চলকান অধিক থাকিলে—অমৃতাদি ।

বাতজ—দ্বিপঞ্চমূল্যাদি ।

বাতজ বসন্ত রোগের পকবস্থায়—গুড়ুচ্যাদি ।

পিত্তজ বসন্ত রোগে—দ্রাক্ষাদি, যোগদ্বয় ।

পিত্তশ্লেষ্মজ—হরালভাদি, খদিরাষ্টক ।

ত্রিদোষজে—নিম্বাদি (অসাধ্য ব্যাধি)

বসন্তরোগে বাত প্রকোপ নাশের জন্ত—গুড়ুচ্যাদি কাথ ।

বসন্ত রোগীর শৌচের জন্ত—চালিতার কাথ ।

বসন্ত রোগীর গলার বেদনা নাশের জন্ত—জাতীপত্রাদি ।

বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্ত—বিম্বাদি ।

মুখরোগে

পিত্তজ মুখপাকে—সপ্তচ্ছদাদি পাচন, ত্রিফলাজ ।

সর্ববিধ মুখরোগে—পটোলাদি ।

পিত্তজ মুখরোগে—পটোলাদি ।

মুখ ধুইবার জন্ত—জাতীপত্রাদি কাথ ।

মুখদাহে—যোগদ্বয় ।

তালুরোগে

বাতপিত্তজে—দার্ক্যাদি ।

বাতশ্লেষ্মজে—কটুকাদি ।

সন্নিপাতজে—দশমূলী ।

নাসারোগে

বাতপিত্তজে—কটুকাদি ।

নেত্ররোগে

বাতশ্লেষ্মজ—অমৃতাদি ।

চোখ উঠিলে—(বাতজ) এরণ্ডাদি ।

চোখ উঠিলে—(পিত্তজ) ত্রিফলা ।

বাতশ্লেষ্মজ চোখ উঠাতে—বিষাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মজ চোখ উঠাতে—প্রাপোণ্ডরীকাদি ।

স্নিগ্ধপাতজ চোখ উঠাতে—নাগরাদি ।

পিত্তশ্লেষ্মিক চক্ষুর রক্তস্রাবে—বাসকাদি ।

চক্ষুশূল, শোথযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মিক রক্তবর্ণভায়—বিভীতকাদি ।

চক্ষু শুক্লগত রোগে—ধাত্রীফলাদি ।

নেত্র শুক্লগত রোগে—পুন্নাগাদি ।

শোথ, দাহ, জলস্রাব, রক্তস্রাব ও বেদনামুক্ত ছানিতে—দার্ক্যাদি কাথ
প্রযোজ্য ।

শিরোরোগে

বাতশ্লেষ্মজ—ত্রিকট্টাদি ।

আধকপালে ও সূর্য্যাবর্তে—দশমূলী কাথ ।

পিত্তজ আধকপালে ও সূর্য্যাবর্তে—শর্করাদি ।

প্রদররোগে

বহুবিধ স্রাবযুক্ত পিত্তজ প্রদরে—দার্ক্যাদি ।

বাতজ স্বেত ও রক্তপ্রদরে—দার্ক্যাদি কাথ ।

বাতপিত্তাপ্রিত রক্তপ্রদরে—অশোক ক্ষীরপাক ।

গর্ভিণীরোগে

গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় মাসে মাসে রক্তঃশ্রাব হইলে প্রথম মাস হইতে
৭ম মাস যাবৎ যোগ সপ্তক ।

১ম মাসে—মধুকাদি ।

২য় মাসে—অশ্মন্তকাদি ইত্যাদি ।

৮ম মাসে—কপিথাদি ।

৯ম মাসে—মধুকাদি ।

১০ম মাসে—স্ত্রীাদি ।

গর্ভকালীন গর্ভবেদনা নাশক যোগ

১ম মাসে—চন্দনাদি ।

২য় মাসে—উৎপলাদি ।

৩য় মাসে—পরশুাদি ।

৪র্থ মাসে—উৎপলাদি ।

৫ম মাসে—নীলোৎপলাদি ।

৬ষ্ঠ মাসে—মাতুলঙ্গাদি ।

৭ম মাসে—শতপুত্রাদি ।

৮ম মাসে—ধাত্তাদি ।

৯ম মাসে—এরুণ্ডমূলাদি ।

১০ম মাসে—নীলোৎপলাদি ।

১১শ মাসে—মধুকাদি ।

১২শ মাসে—সিতাদি ।

গর্ভিণী জ্বররোগে

চলনশীল গর্ভের স্থিতির জ্ঞাত এবং প্রদর ও কুক্ষিশূল যুক্ত বাতপিত্তজ জ্বরে দান্ত অধিক হইলে—হ্রীবেরাদি ।

পিত্তজ গর্ভজ্বরে—মধুকাদি ।

ককজ গর্ভজ্বরে—চন্দনাদি ।

বাতজ গর্ভজ্বরে —এরুণ্ডাদি ।

গর্ভজ গ্রহণীরোগে—আম্রাদি ।

গর্ভিণীর বাতশ্লেষজ মন্দাগ্নি ও আমদোষ পরিপাক, জ্বর ও প্রসবাজে মকল্লশূল নিবারণের জ্ঞাত—পিপ্পল্যাди ।

সূতিকারোগে

সর্ববিধ অতিসার, রক্তস্রাব ও জ্বরযুক্ত সূতিকায়—হ্রীবেরাদি ।

পিত্তজ্বরযুক্ত সূতিকারোগে—অমৃতাদি ।

বাতশ্লেষিক জ্বরযুক্ত সূতিকারোগে—যোগদ্বয় ।

পিত্তককজ ও দাহযুক্ত সূতিকারোগে—সূতিকাদশমূল্যাদি ।

শ্বাস, কাশ, শূলযুক্ত সন্নিপাতজ রোগে—দেবদার্ব্যাদি ।

বাতাদি দোষসমূহ জাত স্তন্যরোগে যথাক্রমে যোগ চতুষ্টয় প্রযোজ্য ।

বালরোগে

স্তন্যদুষ্টি ও জ্বরাতিসার রোগে—হরিদ্রাদি ।

অতিসারের নূতন অবস্থায়—নাগরাদি ।

অতিসারের পুরাতন অবস্থায়—সমঙ্গাদি ।

অতিসারের আগের পরিপাকের জ্ঞাত—বিষাদি ।

জরে—মুস্তাদি ।

বমনযুক্ত অতিসারে—বিষ কাথ ।

পিত্তজ বিসর্প, ক্ষত, বিস্ফোটকযুক্ত জরে—পটোলাদি ।

বাতরোগ, বাসেলা, অতিসার পাণ্ডুযুক্ত জরে—রজতাদি ।

শ্বাস, কাশ ও বমিযুক্ত জরে—শৃঙ্গাদি ।

বমিরোগে—রুহত্যাদি ।

রক্তামাশয়ে ও রক্তস্রাবে—তিলাদি ।

আমাশয়ে—লাভ্যাদি ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বালকের জন্ম পাচন নির্দিষ্ট করিতে সমস্ত দ্রব্য মিলিত অর্দ্ধতোলা জল অর্দ্ধসের শেষ এক ছটাক লইতে হইবে । কারণ তাহারা অল্প জীবনীশক্তিযুক্ত ।

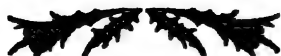
বিষরোগে

বৃশ্চিকাদি দংশনজাত বিষরোগে—আকৌট কাথ ।

লুতা বিষ ও কীট বিবে—কটভাদি ।

ভেক বিবে—অঙ্গোটকুষ্ঠ কাথ ।

সর্পবিষে—পিপ্পল্যাদি কাথ ।



দ্রব্য সমূহের সাধারণ গুণ

অ

অণ্ডরু—কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, বায়ু, কফ ও শীত নিবারক । অণ্ডরু সমূহের মধ্যে কৃষ্ণা গুরুই শ্রেষ্ঠ । যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই ভাল ।

অতিবলা—মেহ রোগ নাশক ও বলকারক ।

অনন্তমূল—অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাশ, আমজরোগ, বিষ-দোষ, রক্তপ্রদর, জরাতিসার, ঔপদংশিক বিষজাত বিবিধ বিকার, সর্ব-প্রকার চর্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত, পারাদোষ নাশক ।

অশামার্গ—(আপাং) বমন, কফ, মেদরোগ, বায়ু ; হৃদ্রোগ, পেটকাঁপা, অর্শঃ, কণ্ঠ (চুলকান) শূল, উদর, শোথ ও অপচী নাশক ।

অশ্বাজিতা—কুষ্ঠ, শূল, আম, শোথ ও ব্রণ নাশক ।

অর্ক (আকন্দ)—কুষ্ঠ, কতু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, কফ, উদররোগ, যকৃদোষ ও ক্রিমি নাশক ।

অড়হর—বায়ুজনক, বর্ণকারক, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, রক্তদোষ নিবারক ।

অশ্বপক্ষা—বায়ু, কফ, শ্বিত্র, শোথ, ক্ষয় রোগ, আমবাত, ব্রণ, কাশ, শ্বাস নাশক ।

আ

আকনাদি—পিত্ত, প্লেগ্মা, আম ও চক্ষুরোগ নাশক, রক্তশ্রাব নাশক ।

আতইচ জীর্ণজ্বর, অতিসার, আম, পিত্ত, কাশ, কফ ও ক্রিমি নাশক ।

আতাফল—শীত বীৰ্য্য, বৃষ্ণ, বায়ু পিত্ত নাশক, কফবর্ধক, বমন ও বমনবেগ নিবারক ।

আনারস—ক্রিমি নাশক, বায়ুপিত্ত, কচিকারক, গর্ভপাতক, বাতাহুলোমক, বমন নাশক ।

আনআন্দা—শীতল, কচিকর, ভেদক, বমন, শ্বাস, জ্বর, হিকা, মূথরোগ, রক্তদোষ, বাত ও শূল রোগ নাশক ।

আমড়া—বায়ুনাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, দান্তকর ।

আম—গধূর, গুক্রজনক, বলকর, গুরুপাক, প্লেগ্মাজনক ইত্যাদি ।

আলু—বলকর, বক্ষঃমূলের কফ নাশক, গুরুপাক ।

ই

ইন্দ্রযব—রক্তপিত্ত, জ্বর, অতিসার, রক্তাশঃ, ক্রিমি, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কফ, শূলরোগ নাশক ।

ইলিশমাছ—মিষ্ট, মুথরোচক, বলকর, পিত্তপ্লেগ্মা জনক, হৃৎপাচ্য ।

ইষবগুলে—মূত্রকারক, বাতনিবারক, উষ্ণ, বস্তিদোষনাশক, গুক্রমেহ নাশক ।

ইক্ষু—রক্তপিত্ত নাশক, বলকারক, কফজনক, গুরুপাক, মূত্রকারক ।

ঙ

ইশনাঙ্কুল দান্তকর, কফনাশক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্রিমি নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, জরায়ুর শক্তি নাশক, গর্ভপ্রাবকারক, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও শলরোগ নাশক ।

উ

উলু বৃদ্ধকারক ও শোথ নিবারক ।

এ

এরুশুল বাতশ্লেষ্মা নাশক, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বাতব্যাধি-
নাশক ।

এলাচ বায়ু, কফ, বিষনাশক, কণ্ডু, পিড়কা নাশক ।

ও

ওলটকস্থল যোনিরোগ, রজোদোষ, প্রদর, অর্শঃনাশক ।

ওল অগ্নিদীপ্তিকারক, কফ, রক্তকারক, কফজ অর্শোঃনাশক, প্লীহা
ও গুল্ম নাশক (দ্রুত, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ওল বিষবৎ পরিত্যাজ্য) ।

ক

কইমাছ কফ নাশক, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্তের
নির্ম্মলতা কারক ।

কটুকী কফ, পিত্তজ্বর, মেহ, শ্বাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি
নাশক দান্তকারক ।

কঠকান্না কাশ, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পার্শ্বপীড়া, পীনস ও
হৃদ্রোগ নাশক ।

কন্দল কফ, স্তন্য ও বায়ুবদ্ধক, ইহার পাতা অল্পবৃদ্ধি রোগীর অণ্ড-
কোথে বান্ধিলে সত্ত্বই শাস্তি হয় ।

কন্দলী (কলা) রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয়, ও বায়ু
নাশক ।

কন্দলীপুষ্প (মোচা) বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, বহু-
মূত্র নাশক ।

কপিথ (কয়েৎবেল) বায়ুপিত্তজনক, কঠশোধক ।

কপিশাক রুচিকর, বলকর, কফঘ্ন, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুবদ্ধক, পিত্ত-
বদ্ধক, মেহ, শ্বাস, কাশ নাশক ও মল মূত্র প্রবর্তক ।

কমলাগুড়ি রক্তপিত্ত, ক্রিমি, গুল্ম, উদররোগ, ব্রণ, মেহ,
বিল ও অশ্মরী নাশক ।

কমলানবু শোথ, অরুচি, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রক্তপিত্তজনক,
কফবদ্ধক ।

করমচা—অগ্নয়স, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রক্তপিত্তজনক, কফবদ্ধক ।

কাঁকড়াশৃঙ্খী—কফ, কাশ, শ্বাস, হিকা, জ্বর নাশক ।

কর্পূর—পিত্ত, কফ, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখবৈরস, মেদোরোগ,
শুক্রমেহ নাশক এবং কোষ্ঠকাঠিনজনক ।

কস্তুরী—বায়ু, কফ, বমি ও শোষনাশক, ঘর্ষকারক, কামোদ্দীপক,
হিকা নিবারক, মূত্রকর, বলকর ।

কাকতজ্জ্বা শীতল, কবায় ও কফপিত্ত নাশক ।

কাকডুমুর কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ কাগলা
নাশক ।

কাকমাহি কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, জ্বর, মেহ, হিকা, বমন নাশক ।

কাটকালী দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর নাশক ।

কাগজী নেবু খাস, কাশ, অরুচি, রক্তপিত্ত ও ক্রিমিনাশক ।

কাঁটানটে পিত্তনাশক, রক্তপিত্ত নাশক, আগাশয় নাশক ।

কাবাব চিনি ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ, স্বপ্নদোষ, মূত্রকৃচ্ছ নাশক ।

কালকানুন্দে রক্তদোষ, বাতশ্লেষ নাশক, পাচক, কুষ্ঠ নাশক ও কাশ নিবারক ।

কালমেঘ বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও জ্বরাতিসার নাশক ।

কালদানা—শোথ, উদরী, জ্বর, মলরোধ, শিরঃপীড়া, উলবর্ত্ত ও আনাহ নাশক ।

কিসমিস তৃষ্ণা, জ্বর, খাস, বায়ুপ্রধান বাতরক্ত, কামলা, কঠিন রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোষ ও মদাত্ম্য নাশক ।

কুলেখাড়া আম, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি, বাতরক্ত নাশক ও বলকর ।

কুম্ভজীরা জীর্ণজ্বর, শোথ, শিরোরোগ নাশক ।

কেশুরিয়া ক্রিমি, খাস, কাশ, শোথ, আমজদোষ, রাঙুনৈত্র রোগ, শিরঃপীড়া নাশক ।

খ

খাই বসি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, মেহ, মেদরোগ, তৃষ্ণানাশক ।

খান্দির কণ্ডু, কাশ অরুচি, মেদ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর ও কফজরোগ নাশক ।

খেজুর ক্ষত, রক্তপিত্ত, জ্বরাতিসার, কাশ, মস্তপানজ রোগ, ক্ষুধা নাশক ।

খর্বজ মুত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বাতপিত্ত নাশক ।

গ

পত্ৰশিঙ্গলী অতিসার, শ্বাস, কৰ্ণরোগ ও ক্রিমি নাশক ।

পনিষারী মেদ, বায়ু, আমদোষ, প্রতিজ্বর, কফ, অর্শ, শোথ, আমবাত, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ নাশক ।

পক্ষত্বন বায়ুনাশক, শরীরের শান্তি নিবারক ।

গুলঞ্চ আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাশ, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাত-রক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, মেহ, শ্বাস, অর্শ, ছদ্মোগ, প্রীহা, শকুৎ নাশক ।

পান্তারী পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, কেশবর্দ্ধক, রসায়ন, ক্ষয়রোগ, দাহ, মূত্ররোধ ও রক্তপিত্ত নাশক ।

গোহালেনলতা গুরু, শীতল, রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার নাশক ।

শুস্বেবাবলী মুখরোগ, দন্তরোগ, কণ্ঠ, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষ, শোথ, অতিসার, কাশ, বিসর্প ও প্রদর নাশক ।

গোগুর মূত্রকারক, মেহ ও অশ্মরী নাশক ।

ঘ

ঘলঘসিহ্না তমকশ্বাস, ক্রিমি, শোথ, কামলা নাশক ।

ঘোড়ানিম কণ্ঠ, বমন, মেহ, গুল্ম ও অর্শ নাশক ।

চ

চাকুন্দা কফজ ব্যাধি, কুষ্ঠ, দ্রুত, ক্রিমি নাশক ।

চাকুলে দাহ, জ্বর, রক্তাতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশক ।

চন্দন শ্রান্তি, বিন, কফ, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক ।

চৈ কফজ সর্বপ্রকার রোগ নিবারক ।

চিক্নাতা জ্বর, মেহ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও রক্তপিত্ত নাশক ।

চিতামূল গ্রহণী, কুষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, অর্শঃ, ক্রিমি নাশক ।

ছ

ছাতিম জীর্ণজ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাস, গুল্ম, গ্রহণী, আমাশয়, বাতরক্ত নাশক ।

ছোট এলাচ কফজ রোগ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ নাশক ।

ছাঁচিশান হৃৎপিণ্ড, রক্তিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাত নাশক ।

জ

জটামাংসী রক্তদোষ, দাহ, অপস্মার, জ্বর ও কুষ্ঠ নাশক ।

জলীরা মলসংগ্রাহী, শ্রান্তি নাশক ।

জাম্বুফল বায়ুশ্লেষ্মা, মলের হৃগন্ধ, ক্রিমি, পীনস ও হৃদ্রোগ নাশক ।

জলন্তী বলকর, গর্ভসংজনক, বাতশ্লেষ্ম নাশক মূত্রকারক ।

জৈরাপুতা কফপিত্ত নাশক, ক্রিমি নাশক, শোথ নিবারক, কণ্ঠশোধক ।

ঝ

ঝাংটী—কণ্ডু, বাতরক্ত, বিষনাশক ।

ঝিঞা—শ্বাস, জ্বর, কাশ, ক্রিমি নাশক ।

ট

টাবানেবু—কফজ রোগ, অরুচি ও রক্তপিত্ত নাশক ।

টার্পিন তৈল—বায়ু নেত্ররোগ, শিরোরোগ, স্বর দোষ, রক্ত-
শ্রাব, জ্বর ও আমবাত নাশক ।

ড

ডহর করঞ্জ—চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্ত বর্জক, বাত ব্যাধিও
কুষ্ঠ নাশক ।

ঢ

ডেঁড়োশ—দাহ নাশক, মূত্রকারক, বোনিও লিঙ্গের দাহ নাশক,
কলকর, মেহ ও রক্ত পিত্ত নাশক ।

ড

ডগর পাছকা—ত্রিদোষ, অপস্মার, শূল ও নেত্ররোগ নাশক ।

ডালমুলী—বলকর, রসায়ন, অর্শঃনাশক ।

ডালীশ পত্র—কফজ রোগ নাশক ।

ডিনী—দৃষ্টিশক্তি, শুক্র, বাত ও কফ নাশক ।

ডুলসী—উষ্ণ বীৰ্য, জ্বর নাশক, কফ নাশক ।

ডেজপত্র—বায়ু, অর্শঃ, হল্লাস (গা বমি বমি করা) নাশক ।

ডেউড়ী—ভেদক, গুল্ম নাশক, গর্ভশ্রাব কর ।

ডেলা কুঁচা—অগ্নিরী নাশক, মূত্রকর, শুক্রবর্জক ।

ধ

ধানকুনী—রক্তদোষ, আমদোষ, জ্বর নাশক, রসায়ন ।

ধোড়—শীতল, কটিকর, অগ্নিবর্জক, যোনিরোগ, প্রদর ও রক্তপিত্ত
নাশক ।

দ

দণ্ডোৎশল কাশ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

দন্তী অর্শঃ, আম, শূল, উদর, ক্রিমি নাশক।

দাড়িম তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগ নাশক।

দারুচিনি বায়ু, পিত্ত, মুখ শোষ ও তৃষ্ণা নাশক।

দারুহরিদ্রা নেত্র রোগ, কণ্ঠরোগ, মুখরোগ নাশক।

ছুরালতা বায়ু, পিত্ত, জ্বর নাশক।

দেবদারু বাত প্লেগ্জ উপদ্রব ও মেহ নাশক।

ধ

ধনে ত্রিদোষ নাশক, পিপাসা, জ্বর নাশক, মুখশোধক।

ধল আঁকোড় মুষিক বিষ, ক্ষয়রোগ আদি নাশক।

ধাইফুল অতিসার, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি নাশক।

ধুস্তর অগ্নিকারক, বাতপ্লেগ্জ বেদনা নাশক, নিদ্রাকারক

ন

নটে শাক পিত্তশ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত নাশক, মূত্রকারক, অগ্নিকারক, আমাশয় নিবারক, শীতল।

নিশাদল বকুদোষ, জ্বর, প্লীহা, শিরঃশূল, অর্কুণ, স্তম্ভরোগ, রক্তপিত্ত ও যোনিরোগ নাশক।

নাগ কেশর জ্বর, কণ্ঠ, তৃষ্ণা, বমি নিবারক।

নাগমুতা শীতল, কক নাশক, রক্তপিত্ত, অতিসার, আমদোষ নাশক।

নাতি কল্পণ শোথ, জ্বর, বলহীন, কোষবৃদ্ধির মহৌষধ, রক্তস্রাব নাশক ।

নারিকেল শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, বস্তিশোধক, বিষ্টভী, বলকর ।

নিম্ব তৃষ্ণা, কাশ, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, মেহ নাশক ।

নিসিন্দা শূল, শোথ, আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফজ্বর নাশক ।

প

পচাপাতা—বাত, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নগন্ধযুক্ত ।

পটোল—ত্রিদোষ নাশক, পনতাপাতা পিত্তনাশক, লতা ভেদক ও মূল কফনাশক ।

পদ্ম—তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিসর্প ও বিস্ফোট নাশক, কামজ্বর নিবারক ।

পদ্মকান্ঠ বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ, রক্তপিত্ত, বমি নাশক ।

পলাশ ক্রিমিনাশক, গ্রহণী, ও অর্শঃ নাশক ।

পেঁয়াজ হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, গুল্ম, বাতব্যাদি প্রভৃতি নাশক ।

পাথরকুচি যোনিদোষ ও মূত্রদোষ নাশক, রক্তস্রাব রোধক ।

পিপুল কফজরোগ, জীর্ণজ্বর, প্লীহা, বক্রনাশক ।

পুঁইশাক কফবর্দ্ধক, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক ।

পুদিনা মুখরোচক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ।

পুরাতন ছাত ভেদক, কফবাত নাশক, কফজ সর্বব্যাদিহর ।

পুরাতন শুড় ভেদক, কফ, অর্শঃ গুল্ম নাশক ।

ପ୍ରିକ୍ଷୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅତିସାର, ଜ୍ୱର, ବମି, ଦାହ, ଶୂଳ, ଯେହନାଶକ

ଫ

ଫଟିକିରି ଶ୍ୱେଦର, ଘର୍ମ, ଓ ଯେହ, କଫ ନାଶକ, ବାୟୁବର୍ଦ୍ଧକ ।

ଫଲ୍‌ଗ ପିତ୍ତଜ୍ୱାମି, ରକ୍ତଦୋଷ, ଜ୍ୱର, କ୍ଷୟରୋଗ, ବାୟୁନାଶକ ।

ବ

ବଚ ଯକ୍ଷ୍ମାବସ୍ଥା, ପେଟକାମା, କଫଜ୍ୱର, ଆମାସ, ଶୂଳରୋଗ ନାଶକ ।

ବତି କଫ, ପିତ୍ତ, ଶ୍ୱେଦ, ବିସର୍ପ, ଦାହ, ଶ୍ୱେଦନାଶକ, ତୃଷ୍ଣା, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ମେହ, ଶ୍ୱେଦର ନାଶକ ।

ବତ୍ସନା ଜ୍ୱରନାଶକ, ଶ୍ୱେଦନା ଓ ମୁତ୍ରାବସ୍ଥା ନାଶକ ।

ବଦ୍ରୀ ଶ୍ୱେଦକ, ଶ୍ୱେଦନାଶକ, ଶ୍ୱେଦଜନକ, ପୁଷ୍ଟିକର, କଫବର୍ଦ୍ଧକ ।

ବନସ୍ପତି ନେତ୍ରରୋଗ, କଫ, ବମନ, ହିକ୍କା ଓ ବସ୍ତିରୋଗ ନାଶକ ।

ବନହଳୁଦ ଅଗ୍ନିବୀର୍ଯ୍ୟକ, କୃଚ୍ଛରକ, ଚର୍ମରୋଗ ନାଶକ ।

ବଳା ବାତନାଶକ, ଶ୍ୱେଦବର୍ଦ୍ଧକ, କ୍ଷୟରୋଗନାଶକ ।

ବହୁବାନ୍ଧ (ଚାଳତା) ଯାବତୀୟ ରସବିକାର, ଚର୍ମରୋଗ ନାଶକ, ପିତ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧକ ।

ବହେଡ଼ା କଫଜ୍ୱର ଓ ପିତ୍ତଜ୍ୱର ରୋଗ ନାଶକ ।

ବାଦାମ ବାତନାଶକ, ପିତ୍ତନାଶକ, ଶ୍ୱେଦଜନକ ।

ବିହୀନ ରକ୍ତପିତ୍ତ, କାଶ, ଶ୍ୱାସ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଜ୍ୱରନାଶକ ।

ବିଡ଼ଙ୍ଗ ଶୂଳ, ଉଦରରୋଗ, କଫ ଓ କ୍ରିମି ନାଶକ, ଶ୍ୱେଦକ ।

ସ୍ୱହତୀ ସଂକ୍ରମକାର କଫଜ୍ୱରୋଗନାଶକ ।

ବ୍ରାହ୍ମୀଶାକ କୁର୍ମ, ପାଣ୍ଡୁ, ମେହ, ରକ୍ତଦୋଷ, ଶୋଥ ଓ ଜ୍ୱର ନାଶକ ।

ড

ভেল। যাবতীয় চর্মরোগ, রক্তবিকার নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক।

ভাং কোষ্ঠকাঠিন্যকর, শীতল, কফবর্দ্ধক, মত্ততাজনক, কাসো-
দীপক, শুক্রস্তুপ্তক।

ভার্গী (বামুনহাটা) যাবতীয় কফরোগ নাশক।

ভুঁইকুমড়া শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, বাতপিত্ত নাশক।

ভুঁই আমলকী পিপাসা, কাশ, রক্তপিত্ত ও ক্ষত নাশক।

ভূজপত্র কক, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, মেদোরোগ নাশক।

ম

মঞ্জিষ্ঠা রক্তদোষ, চর্মরোগ, জ্বর নাশক, বর্ণ প্রসাদক।

মহানাফল বমন কারক, স্বর প্রসাদক।

মনছান বল নাশক, বাতবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক, মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদক।

মনসাপাতা আত্মান, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদর রোগ নাশক।

মরিচ কফজ রোগ নাশক।

মসুর মল সংগ্রাহী, রক্তবর্দ্ধক ও পরিষ্কারক।

মুস্তবর্ষী ভেদক, ক্রিমি নাশক।

মুতা অতিসার, গ্রহণী নাশক, জ্বর নাশক, আম পরিপাচক।

মুরানাসী জ্বর, রক্তদোষ, কাশ নাশক।

য

যজ্ঞ ডুমুর বহুমূত্র, প্রদর, শুক্রমেহ, অতিসার নাশক।

যবক্ষার মূত্রকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতপিত্ত নাশক।

সমানী অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, স্বর শোধক ।

ষষ্টিমধু বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, যাবতীয় কফরোগ নাশক, ভেদক ।

র

রক্তচন্দন ভেদক, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক ।

রসায়ণ নেত্ররোগ নাশক, বহুমূত্র নাশক ।

রসোত মল সংশোধক, অর্শঃ নাশক ।

রাশ্না বাত পিত্তজ ব্যাধি নাশক, বাতব্যাধি নাশক, শুক্রবর্দ্ধক ।

রোড়া প্লীহা, বক্ৰ, গুল্ম, নেত্ররোগ, ক্রিমি নাশক ।

ল

লঙ্কাবতী রক্তপিত্ত, অতিসার, বোনিরোগ নাশক ।

লতাকান্তুরী কচ, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও মুথরোগ নাশক ।

লতাকটুকী অতিশয় উষ্ণ, বমন কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রদায়ক ।

লবঙ্গ উষ্ণ, মুথরোগ, শুক্রদোষ, অগ্নিমান্দ্য নাশক ।

লবণ রক্তশ্রাব নাশক, অতিসার নিবারক ।

লোথ রক্তপিত্ত, রক্তগত জ্বর, অতিসার শোথ নাশক ।

শ

শক্তি কূষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কফরোগ, বায়ুরোগ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, মুখের জড়তা নাশক ।

শতমূলী বাত, পিত্ত, রক্তপিত্ত নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, কফবর্দ্ধক ।

শশা মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক ।

শালৈপানী বমন, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোথ ও ক্ষয়রোগ নাশক ।

শিউলী বায়ু বর্দ্ধক, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ নাশক ।

শিলাজিভু কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শঃ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি নাশক, রসায়ন, শুক্র-বর্দ্ধক, ধ্বজভঙ্গ নাশক ।

শুট দাবতীয় কফরোগ, অতিসার নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ।

শুলকী কফবাত নাশক ।

শ্বেতচন্দন শীতল, বাতপিত্ত নাশক, রক্তপিত্ত নাশক, মেহ নাশক, শুক্রাশয় রোধক ।

শ্বেতপুনর্গবা শোথ নাশক, উষ্ণ, মেদ প্রশমক ।

স

সজিনা বায়ু শ্লেষ্মা, শোথ, ক্রিমি, মেদরোগ, প্লীহা, শুন্ম, গণ্ডমালা নাশক ।

সরল কাষ্ঠ কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, কফ, বাত, দাহ, মুচ্ছা, ব্রণ নাশক ।

সর্ষপ বাত, কফ, চর্মরোগ ক্রিমি নাশক ।

সাঁচি কুমড়া রক্তপিত্ত নাশক, শীতল লঘুপাক ।

সৈন্ধব বলকর, ত্রিদোষ নাশক, চক্ষুর উপকারক ।

সৌদামল ভেদক, শূলরোগ, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক ।

সোণামুখী ভেদক, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, প্লীহা, বিষমজ্বর, পাণ্ডু-
নাশক, আম বর্দ্ধক ।

সোহাগা অগ্নিকর, বলকর, কফ, ক্ষত নাশক, রক্তস্রাব কারক ।

স্বর্ণ ক্ষীরকই শিরঃপীড়া নাশক, স্তন্য বর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক ।

হ

হবুশা অগ্নিবীপক, তিস্ত, পিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূলরোগ,
নাশক ।

হরিতাল বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, ব্রণ,
লোম নাশক ।

হলুদ কফ, পিত্ত, মেহ, চর্মরোগ, শীতপিত্ত নাশক ।

হরীতকী কফরোগ, সেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, উদর রোগ, ক্রিমি, গ্রহণী,
বিষমজ্বর, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্ররোগ নাশক । কলতঃ হরীতকী সন্ধে
উক্ত আছে—“কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী”—অর্থাৎ মাতা
কখনও ছেলের উপর রাগ করিতে পারেন । কিন্তু উদরস্থা হরীতকী
কখনও অনিষ্ট করিতে পারে না ।

হংসপদী অতিসার, দাহ, বিষ, অগ্নিরোহিণী নাশক ।

হাতি শুঁড়া সন্নিপাত জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক ।

হাপরমালী ভগ্ন, নাড়ী ব্রণ (নালী ঘা) ও ক্ষত নাশক ।

হিং বাত, কফ, শূল, গুল্ম, উদর রোগ, ক্রিমি, মূর্ছা নাশক ।

হিতল ভেদক, বিষ নাশক ।

হিষ্ণাশাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত নাশক ।

ছড়ছড়ে ক্রিমি, কফ, মেহ ও পিত্ত নাশক ।

ক

ক্ষেত্ৰপাশড়া পিত্তদোষ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ ও জ্বর নাশক ।

ক্ষীরকাকোলী দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ জ্বর নাশক, শুক্র-বর্দ্ধক ।

ক্ষুদ্রজাম সংগ্রাহী, রুগ্ন, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক ।



পল্লী-মঙ্গল সমিতির কয়েকখানি দরকারী বই

‘পল্লী-মঙ্গল’ সমিতির বইগুলি ঘরে রাখুন অনেক উপকার পাইবেন।—অপব্যয় নিবারণ হইবে। রোগের খরচ বাঁচিবে, নূতন কৃষি ও বাণিজ্যের সন্ধান পাইবেন।

পল্লী-মঙ্গল—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উদ্বোধিত (পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ১ টাকা)। ইতর ভদ্র সকলেই যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করা করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা হাতে-কলমে দেওয়া আছে।

টোটিকা চিকিৎসা—৮ম সংস্করণ মূল্য ১/০ পাঁচ আনা। প্রাচীন কালের অনেক ভাল ঔষধই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সাবেক কালের সেই সব ঔষধগুলি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছি।

লতাপাতার গুণাগুণ—৫ম সংস্করণ মূল্য ১/০ আনা। চারিদিকে গাছপালা, ঘাস পাতা, যাহা কিছু দেখিতে পান, সমস্তই কোন না কোন ঔষধ সময়ে একটি ঘাসের দ্বারা যে উপকার হয়, অনেক লেবেল দ্বারা ঔষধে তা’ হয় না। গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে জ্ঞান ইহা দ্বারা লাভ করুন।

গো-মহিষ চিকিৎসা—৪র্থ সংস্করণ মূল্য ১০ চারি আনা। ঘরে রাখুন ; গরু-বাছুরের প্রাণ রক্ষা হইবে।

শুশ্রূষা শিক্ষা—(১ম ভাগ) দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১/০ ছয় আনা। এ বই পড়িয়া গৃহস্থ মেয়েরাও শিক্ষিত স্বাক্ষরিত (nurse) ভ্রাতৃ, স্বন্দররূপে শুশ্রূষা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ভাগ (ষষ্ঠস্থ) ১/০ আনা।

বিপদাপদ চিকিৎসা—২য় সংস্করণ মূল্য ১০ আনা। হঠাৎ বিপদ-আপদে কি করিলে রোগীর প্রাণ বাঁচে, তাহা জানিয়া রাখা সকলেরই কর্তব্য। অতি সহজে প্রতিকারের উপায়গুলি বলা হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান **শ্রীঅম্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়**

৬৯নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

 সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

পল্লী-মঙ্গল সমিতি কর্তৃক স্থাপিত পল্লী-মঙ্গল আয়ুর্বেদ ভাণ্ডার

আমরা ঔষধ প্রস্তুত করিব না বলিয়া সহজসাধ্য পরীক্ষিত সমস্ত ঔষধ আমাদের টোটকা চিকিৎসা, লতাপাতার গুণাগুণ প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এমন অনেক ঔষধ আছে বাহা গৃহস্থ ঘরে প্রস্তুত করা অসম্ভব এবং বাহা গৃহস্থ ঘরে প্রস্তুত সম্ভব এমন ঔষধও সকলে প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন না এই কারণে আমরা ঔষধ পাঠাইবার জ্ঞাত আঙ্গ ২ বৎসর হইতে পুনঃ পুনঃ অনুবন্ধ হইতেছি। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। না পারার কারণ একে ত কলিকাতা হইতে বকেল সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য; অপর কারণ ঔষধ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব।

বর্তমানে বকেল সংগ্রহ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিতে পারায় পল্লীবাসীর হত সাধনের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ৬৯ নং মির্জাপুর স্ট্রীট ভবনে পল্লী-মঙ্গল আয়ুর্বেদ ভাণ্ডার স্থাপন করিলাম।

আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে বর্তমানে নানা প্রকার 'অত্যঙ্গুদ' 'সন্ন্যাসীর প্রদত্ত' অতিগুহ্য' স্বপ্নাত্ত' এবং এই ঔষধটাই বাবতীয় রোগের : এমন কি সামান্য অজীর্ণ হইতে সত্ত্ব প্রাণহন্তী কলেরায় পর্য্যন্ত) একমাত্র ঔষধ, সেবন মাত্র' একদিনেই চতুর্ভুজ ফললাভ হয় অর্থাৎ গরু হারাইলেও পাওয়া যায়, এই গোছের বিজ্ঞাপন জাহির হইয়া থাকে। ইহা প্রতারণারই নামান্তর মাত্র।

আমাদের ঔষধ কোন সন্ন্যাসী প্রদত্ত নয় এবং হিমালয় প্রভৃতির সহিতও ইহার কোন গুহ্য সম্বন্ধ নাই। ইহার সকল গুলিই শাস্ত্রীয় ঔষধ, খাঁটি ও টাটকা বকেল সহযোগে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখে প্রস্তুত—এই পর্য্যন্ত

আরও এক কথা, এ সব ঔষধ একদিন সেবনের পরই দুর্বল রোগীর ভীমের মত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত ঔষধই রোগ অনুসারে কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়। তবেই শরীর নিরাময় হয়।

আমাদের নিবেদন—পল্লী-মঙ্গল সমিতির পুস্তকাদি পাঠ করিয়া যাহারা আমাদেরকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের, ও ‘গৃহস্থ মঙ্গলের’ গ্রাহক, ও পাঠকদিগের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে এখন হইতে যিনি যে কোনও আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি ক্রয় করিবেন তাহী যেন আমাদের এখান হইতেই ক্রয় করেন ।

আমাদের ঔষধের তালিকা ।

শাক্সলী চূর্ণ—পুরুষত্বহীনতার ঔষধ । রোগের স্থায়িত্ব অবস্থানুসারে ছয় সপ্তাহ হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হয় । প্রতি সপ্তাহ ১১ । ছয় সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ৫৮ টাকা ।

নারিকেল তাম্র—অম্বল ও অগ্নিশূল ও ডিসপেপসিয়ার ঔষধ পাচ সপ্তাহ নিয়মিত ঔষধ সেবনে স্ফুট হইতে পারিবেন । বহু পুরাতন রোগে আরও কিছুদিন খাইতে হয় । প্রতি সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৮ টাকা । পাঁচ সপ্তাহের মূল্য ৪৮ টাকা ।

মকরদ্বন্দ্ব স্বর্ণঘটিত মকরদ্বন্দ্ব নামে বাজারে অনেক ঔষধ বিক্রয় হয় । মূল্যের তারতম্যও যথেষ্ট । কোনটা খাঁটি এবং কোনটা ভেজাল তাহা সাধারণ চক্ষে ধরা পড়িবারও সম্ভাবনা নাই । আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে আমাদের ঔষধে কোনরূপ জ্ঞানকৃত ভেজাল নাই এবং ইহা পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণাঙ্গ এবং যতদূর সম্ভব ভালভাবে প্রস্তুত । মূল্য প্রতিভরি ৮ । সিকি ভরি পর্য্যন্ত পাঠান হয় ।

চ্যবনপ্রাস কাণী হইতে আনীত আমলকী সহযোগে প্রস্তুত । খাঁটি, সুস্বাদু ও বলকর । প্রতি সের ৬৮ ছয় টাকা ।

ছেলেদের আলুই ছোট ছোট ছেলেদের অজীর্ণ, দৌল্য ও লিঅরের (Infantile Liver) চরম ঔষধ । ইহাই পূর্বে প্রাচীনরা ঘরে ঘরে তৈয়ারি করিয়া ব্যবহার করিতেন । প্রতি কোটা এক টাকা একটা কোটায় ৫৬টা ছেলের ৩৪ মাস ব্যবহারের উপযোগী ঔষধ থাকে ।

টোট খাঁটি মধু আমাদের এখানে বিক্রয় হয় । প্রতি সের ২৮ টাকা । বিস্তৃত বিবরণ ক্যাটেলগে দ্রষ্টব্য ।

পল্লী-মঙ্গল আয়ুর্বেদ ভাণ্ডার

৬৯ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা ।

